বিশ্ব-বৈতালিক

বিশ্ব-বৈতালিক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, বি. এ.

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

কলিকাতা, ২৮ নং বৈঠকখানা রোড,
সুলেখা প্রেসে,
শ্রীসুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত।

মায়ের চরণে

ভূমিকা

এই গীতি-কবিতাগুলি আমার অনতিদীর্ঘ সামান্য জীবনের ক্ষুদ্র ডায়েরী। পুণা, বোম্বাই, দিল্লী, মীরাট্, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, ফয়জাবাদ, অযোধ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে নানা আবহাওয়ার মধ্যে নাতিদীর্ঘ অবস্থানকালে এগুলি রচিত। অবশ্য এদের অনেকগুলিই যে কলিকাতায় লিখিত একথা বলাই বাহুল্য। কবিতাগুলি তারিখ অনুসারে সাজাতে পারা যায়নি বলে কবির কাব্যপ্রতিভার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যথাযথ মতনির্দ্ধারণ করতে অনুসন্ধিৎসু সমালোচকের হয়ত একটু পরিশ্রম করতে হবে, তবে কবিতাগুলি সংখ্যায় তত বেশী নয় বলে খুব অসুবিধা হবে এমন মনে হয় না।

কাব্য সম্বন্ধে আমার কি মত বা ধারণা তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে না করাই ভাল। এই কবিতাগুলি বুঝবার পক্ষে যাতে সুবিধা হয় এমনি দু'কথা বলার জন্যই এই ভূমিকা। অতীতের সঙ্গে সশ্রদ্ধ সামঞ্জস্য রেখে "গীতাঞ্জলি"-প্রবর্ত্তিত, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রভাবান্বিত বর্ত্তমান যুগের উপাদান দিয়ে ভবিষ্যৎ বঙ্গ-কাব্যসাহিত্যের যে কি পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা, তারই ইঙ্গিত এই কাব্যগুলির মধ্যে সূচিত হয়েছে।

প্রত্যেক কবিতাটি সকল দেশের ও সকল কালের উপযোগী হয়ে আমার কাব্যসাধনার মূর্ত্তরূপ ধারণ করে স্বাভাবিক প্রকাশ

পেয়েছে। এদের আমি লিখিনি। সজীব সবুজ লতার মত প্রাণের রসে সরস এগুলি দুঃখ সুখের নানা রঙে রঙীন্ হয়ে আমার মানস-ক্ষেত্রের উর্ব্বরতায় আপনা আপনি জন্ম নিয়েছে। এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই—এরা সকল জাতির, সকল দেশের, সকল মানুষের উপভোগ্য ও প্রিয়। কেননা সত্যাশ্রয়ী এগুলি শাশ্বত ও সনাতন—তাই এদের নামকরণ করেছি "বিশ্ব-বৈতালিক"। এর আনন্দময় বন্দনাসঙ্গীতে আলোকময়ী মাধুরী ছড়িয়ে পড়ুক!

আমার মনে হয় যদিও কল্পনার তীব্র আলোকসম্পাতে সত্য কুহেলিকা আচ্ছন্ন থাক্‌তে পারেনি, তথাপি দার্শনিক গবেষণার প্রখরতা কোথাও কোথাও ভাবময় কমনীয় কাব্যসৌন্দর্য্যকে কথঞ্চিৎ ব্যাহত করেছে। এ রকম হওয়ার অবশ্য একটা কারণ আছে। সেটা এখানে বিবৃত করা কর্ত্তব্য মনে করি। পূর্ব্বেকার বঙ্গসাহিত্যের কবিদের মত—অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম নেই তা বলি না—কাব্যের বাণী হৃদয়ের মন্দির পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র ভাবগত অনুভূতির সুখকে শেষ সীমা বলে মেনে নিতে আমি রাজী নই। কাব্যপ্রেরণার সহায়তায় হৃদয়ের উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে গিয়ে "মস্তিষ্কে"র অতলতলে জ্ঞানময় সৌন্দর্য্যের চিরমঙ্গলময় দেবতাকে চাক্ষুষ দেখতে চাই—তাতেই আমার আনন্দ। কাব্যকে ভাবের বাসর থেকে জ্ঞানের আসরে নিয়ে যেতে চাই। সহজ সত্যের জ্ঞানময় সরস সুন্দর ছন্দোবদ্ধ বাঙ্ময় বিকাশই কাব্য। তাই কাব্য সাধনায় আর জ্ঞানযোগে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও অর্থগত বৈষম্য নেই। কবির গীতি-মন্ত্রের মধ্যেই সত্য সুন্দরের আবিষ্কার। কবিই জ্ঞানী;

কবিই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। আর কাব্যরসে রসিকই বাস্তবিক সাহিত্যিক এবং সাহিত্যেই মূলতঃ সকল জ্ঞানের সমবায়। কাজেই সখের খেয়ালে কাব্য যদিও কিছু থাক্‌তে পারে আসল কাব্যে কিন্তু সখের খেয়াল মোটেই নেই।

এ কবিতাগুলিতে "আমার" নিয়েই সব। সুখে দুঃখে, আনন্দে বিষাদে, বিরহে মিলনে, আশায় নিরাশায়, আলোকে অন্ধকারে, সবার প্রাণে অনুভূত যে সব সহজ সত্য নানা সময়ে, নানা অবস্থায় আমার প্রাণে নানা ভঙ্গিমায় লীলাচঞ্চল হয়ে দেখা দিয়েছে তাদেরই ছন্দে সুরে বেঁধে ভাষার আভাসে কাব্যের আকারে স্বাভাবিক স্বাধীন প্রকাশ কর্ব্বার প্রয়াস পেয়েছি। আমার জীবনের সঞ্চিত সুধা সিঞ্চিত এই কাব্যগুলি আমারই মনের গোপন কথা, আমারই প্রাণের ব্যাকুল বেদনা ছন্দসুরের বিচিত্রতায় চিত্রিত হয়ে আছে। তাই, এগুলি আমার জীবনের গীতি-ইতিহাস ; এগুলি আমার জীবন-বেদ।

কোন প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে এ কবিতাগুলি লিখিত হয়নি। দুঃখময় আমার এ জীবনে সুন্দরের ধ্যান করে যে আনন্দ পেয়েছি :তারই প্রলোভনে, অত্যন্ত আবশ্যকতায়, নিতান্ত গোপনে, অবাধ আবেগে এগুলি জন্ম নিয়েছিল। অনেক দিন পুঁথির অন্ধকারে এগুলি লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ এগুলি জগতের আলোক দেখ্‌তে পাবে—এতেও আমার আনন্দ। এদের মধ্যে সব গুলি না হলেও—গুটিকতকও যে আমারই মত কোন মানুষের নিভৃত প্রাণে, অবসর সময়ে, হয়ত এতটুকুও আনন্দ এনে দেবে—এ আশার দুর্ব্বলতা আমার আছে। আর একটা কথা বলে আমার বলা শেষ করি। প্রাচ্যের "সাহিত্য-

দর্পণের" নির্দ্দেশানুসারে নিছক নীতিবাক্যের নগ্নপ্রয়োগে কাব্যের যে কতকটা "কবিত্ব" নষ্ট হয় এটা আমার জানা থাক্‌লেও প্রতীচ্যের ধর্ম্মময় জীবনাদর্শে প্রভাবান্বিত আমি ইচ্ছা করেও দু' এক জায়গায় নীতি-বাক্যের বিকাশের একেবারে রোধ কর্‌তে পারি নি। তবে অবশ্য তদ্দ্বারা কাব্য শ্রীহীন না হয় সে দিকে নজর রেখেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এ ভূমিকায় আমি আমার নিজের লেখার সমালোচনা কর্‌তে বসি না। যেটুকু বলা আবশ্যক মনে করেছি সুধু তারই জন্য এই নীরস গদ্যের অবতারণা। এ কবিতা-গুলির বিচারভার সুধীজনের হাতে। আমি রসজ্ঞ সমালোচকের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। অলমিতি বিস্তরেণ।

৫২, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড,
কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

বিনীত—
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী।

সূচী

বিশ্ব-বৈতালিক

১

সকল কথা সাঙ্গ হ'লেও, গানের ত নেই শেষ ;
কতই যুগে, কতই স্থরে, গাইল কতই দেশ !

ভাষায় যেটা যায়না বলা
স্থরে বলা যায়,
আবেশ-মাখা আভাস-কলা
জিনে দুনিয়ায় ;
ইঙ্গিতের ও গোপন কথা
জানায় প্রাণের ব্যাকুলতা,—
আছে দীর্ঘ ক্ষীণ নিশ্বাসেতে গভীর স্থরের রেশ ;
সকল কথা সাঙ্গ হ'লেও, গানের ত নেই শেষ।

অভাব তা'তে কিছু যে নেই
ভাবে-ভরা যাহা
প্রাণের ছাপ হয় যে সেই
সত্য-ভরা তাহা ;
প্রাণের রসে আকুল খেলা,
প্রাণের মাঝে মোহন মেলা ;
চির-সুন্দর আপনি সে যে, চাইনা তাহার বেশ ;
সকল কথা সাঙ্গ হ'লেও, গানের ত নেই শেষ !

সকল যুক্তি, সকল দ্বন্দ্ব,
থাকুক্ রে পিছে,
জটিল-করা আঁধার সন্দ
সকল রে মিছে ;
হের সুরের ঐ প্রস্রবিণী,
সকল জ্ঞানের প্রসবিণী ;
স্নান কর, মন, পান কর, প্রাণে পাবে পরমেশ ;
সকল কথা সাঙ্গ হ'লেও, গানের ত নেই শেষ !

১৬ই চৈত্র, ১৩৩০

২

সকল দুখের বেদী'পরে জ্বালাও দেখি হোমানল ;
হাসির আলোয় শুভ্র ধীরে উঠুক ফুটে শোভাদল।
আনন্দ-গান আকাশ ছেয়ে,
মাতিয়ে দি'ক্ বিশ্বপ্রাণ ;
দিনের আলো মঙ্গলময়
করুক তাপ, আলো দান
মেঘের শীতল বক্ষ হতে ঝরুক মৃদু শান্তি জল ;
সকল দুখের বেদী'পরে জ্বালাও দেখি হোমানল।
জীবনখানি পূর্ণ হউক,
ধন্য হউক উপাসনা ;
কান্না, বিষাদ শূন্য হউক
পূর্ণ হউক আরাধনা ;
পুলক আকুল বিশ্বভরা—হাসুক তরু, ফুল ফল ;
সকল দুখের বেদী'পরে জ্বালাও দেখি হোমানল।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

৩

ডাক্‌তে যদি যাইবা ভুলে মত্ত আপন খেলায়
থাক্‌বে কিগো আমায় ভুলে করিয়া পণ হেলায় ?
কেনা বেচার লাভালাভে,
সারাটা দিন এম্নি যাবে ;
শ্রান্ত যখন ফির্‌ব ঘরে চড়ে' তোমার ভেলায়
থাক্‌বে তুমি কেমন করে' আমায় ভুলে হেলায় ?
পাওনা-দেনা, কোথা র'বে !
থাক্‌বে পিছে পড়ে ভবে ;
আমার বোঝা বইতে হ'বে আঁখি জলের মেলায়,
থাক্‌তে কিগো তখন পার, আমায় ভুলে হেলায় ?
কেবা হারে, কেই বা জেতে,
বুঝা যাবে পথেই যেতে ;
এখন টেনে নেয় দুহাতে, ভরা হাটের বেলায় ;
তাই কি ভুলে থাক্‌বে তুমি করিয়া পণ হেলায় !

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩১

বিশ্ব-বৈতালিক.

৪

সুরের পাগল ডুব দিয়েছে
অনন্তের ঐ অতল তলে ;
কিসের বেদন বাজ্‌ল প্রাণে
মৌন আপন নয়ন জলে !

পাখীরা সব গাইছে শোনো
তুমি নীরব কেন ?
বাধা তোমার নাই ত কোনো
তুমি বিষণ্ণ যেন ।
প্রাণের আশা বুকের তৃষা
মাখান শত নদীর ভাষা
ঢাল্‌ছে সকল সাগর পানে
বাঁধন ভাঙা অটল বলে ;
কিসের বেদন বাজ্‌ল প্রাণে
মৌন তোমার নয়ন জলে !
ফুট্‌ছে ফুল নিতুই নব,
ফল্‌ছে কত ফল,
অন্তহীন হর্ষে অভিনব
হাস্‌ছে শতদল ;
সকল দিনে, সকল বেলা,
জীবন নিয়ে চল্‌ছে খেলা ;
উঠ্‌ছে কি সুর গভীর রাগে
সকল যুগে, সকল পলে !
সুরের রতন যতন করে
কইছে কথা কতই ছলে !

২৩শে ভাদ্র, ১৩৩৩

৫

ঢেউ লেগেছে আনন্দের !
মনের বনের সকল শ্যামল
গান ছেয়েছে বিহঙ্গের !
মেতেছে আজ হৃদয়খানি,
উঠেছে আজ মোহন বাণী ;
বেণু বীণা সকল ভরে'
নব সুরে সকল ঘরে
কেমন সকল সৃষ্টি মিষ্টি-করা
দৃষ্টি দে' যায় এ অন্ধের !
ঢেউ লেগেছে আনন্দের !

দেয় সুবাস বায়ু-স্পর্শনে
সে অদর্শনের নিদর্শনে,
হৃদে মনে সকল বেয়ে
জলে স্থলে সকল ছেয়ে
আমি যে দিকে চাই দেখি ভালই
দেখি কিছুই না মন্দের !
ঢেউ লেগেছে আনন্দের !
মন, এই বেলা নাও হেসে,
কি জানি কি হয় অবশেষে ;
প্রাণ ভরে' আকুল গানে.
সুপ্ত সব মাতাও প্রাণে ;
মহানন্দে গা'বে তোমার যা' গান
হ'বে মহান্ তা' ছন্দের !
ঢেউ লেগেছে আনন্দের !

১২ই আশ্বিন, ১৩৩

৬

তাইত ভাবি, দিন গুণে আর থাক্‌ব বসে কত !
দেখাই যদি নাহি পা'ব মোর বৃথায় অশ্রু যত !

সকাল বেলা নূতন করে' যতই বাঁধি বুক,
সাঁঝের বেলা নূতন করে' ততই পাই দুখ ;
এম্‌নি করে হেসে কেঁদে গেল আমার দিন শত !
দেখাই যদি নাহি দিবে বসে বৃথায় কেন এত !

বুঝেনা মন, আসার আশে তবু থাকে বসে,
বরাত গুণে কেবল কাঁদি নিজ কর্ম্ম দোষে ;
এম্‌নি করে প্রতীক্ষায় হয় জীবন দ্রুত গত !
তাইত ভাবি, দিন গুণে আর থাক্‌ব বসে কত !

৫ই আশ্বিন, ১৩৩১

৭

নিভৃতে যে নয়ন জলে একলা বসে ডাকা
শুখ্‌নো এ হৃদয়টাকে প্রেমের রসে রাখা।
ব্যাথার আঘাত যতই নিদয়,
নয়নের জল ততই সদয় ;
কাঁদি আর পাই
মোটে না হারাই ;
কে বলে এ জীবনখানি দুর্ব্বহ আর ফাঁকা ?
মরমের প্রতি পাতায় তোমার ছবি আঁকা !
সুখের নেশায় যতই বিভোর,
বিস্মৃতির তত নয়নেতে ঘোর ;
পাইনা চিনিতে,
পারিনা ধরিতে ;
মন-ঠকানো ডাকা নিয়ে গর্ব্বে খানিক থাকা।
ভালোবাসি দুখের রাশি সুখের সে যে পাখা।

৫ই আষাঢ়, ১৩৩১

৮

রক্ত যখন তপ্ত তরল শিরায় শিরায় বয়
শক্ত আগল মুক্ত সকল, নাইক প্রবল ভয়।
ভাদরের ভরা নদে
ভাসিয়ে দেওয়া ভেলার মত,
ভাবে ভর দিয়ে মন
ছুটে উধাও বেগে অনাহত ;
কূল কিনারা সব অজানা আশার কুহকময় ;
তবু চলুক, সৃষ্টি হউক, না হয় হউক লয়।
সকালের সুখ ভরা
মাতিয়ে দেওয়া পাখীর গান
অরুণের সকরুণ
আলোক হাসির তরুণ দান
আছে উজল করে জীবন,—স্মরণ কেবল নয় ;
তার হরষ-দীপ্ত-মাতন করবে মরণ জয়।
সুশ্যামল নিখিলের
সুস্নিগ্ধ সুবাস মোহন বেশ
এনে দেয় প্রাণময়
চোখের কোণে প্রেমের আবেশ
ত'ার বেগের ফুল্ল আবেগ আভাষ ভাষাই কয় ;
শিব সুন্দর প্রেম-আনন্দ জীবন ছেয়েই রয়।

১০ই আষাঢ়, ১৩৩১

৯

স্বষ্টিটাকে বুকে চেপে ধর্‌ব আমি আজ ;
ক্ষুদ্র নিয়ে মত্ত থেকে পুষ্‌ব নাক লাজ।
আকাশ সাগর আমার আঁপন,
মিলন আমার চরম সাধন ;
আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে,
সকলাকে মিলিয়ে নিয়ে,
দৃষ্টিরাগে লব ঘিরে হৃদয়-অধিরাজ ;
স্বষ্টিটাকে বুকে চেপে ধর্‌ব আমি আজ।
টুটুক্ সকল ভেদের স্বপন,
ভুবন হউক সুখের ভবন ;
আশীর্ব্বাদে কর সবল,
দুর্ব্বলতা নাশ' "সকল ;
ভাবে পূর্ণ জ্ঞানময় হউক কথা কাজ ;
ক্ষুদ্র নিয়ে মত্ত থেকে পুষ্‌ব নাক লাজ।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৩

১০

বাতাস ছেয়ে ঘুরে বেড়ায়
সুরের ব্যাকুলতা ;
মুখর হয়ে উঠে নিখিল
বিফল নীরবতা।

গন্ধ-ঘন-তরল-সুরে
হর্ষে কাঁপে ফুলের বুক,
স্নিগ্ধ-নব-রূপের-সুরে
সুখে হাসে চাঁদের মুখ ;
জীবন-সুরে পূর্ণ সরস
সজীব শ্যামলতা !
সুরের মাঝে সুধার রাশি
বিলায় অমরতা।
কত যুগের গানের খেলা
জগতে আজ কর্‌ছে মেলা ;
মেঘেতে বাজের তান,
সাগরে বিরাট গান ;
তাই, সুর-গলা বৃষ্টি আনে
ধরার সরসতা ;
জীবন সুরে পূর্ণ সরস
সজীব শ্যামলতা !

১লা বৈশাখ, ১৩৩৩

১১

ফুলের ফোটা যেমন ঝরার দিকে হেসে এগিয়ে যাওয়া
জীবন নিয়ে বহন তেমন তিলে তিলে মরণ পাওয়া।
ফেনিল হাসি উঠ্‌ছে ভাস্‌ছে সুনীল অম্বরে,
মুক্তা মাণিক উজল ঝর্‌ছে আঁখির নির্ঝরে ;
আলোক কত তরণী বাহিছে আঁধার সাগরে ;
অজ্ঞানতার পথে পথে ঘুরে জ্ঞানধনীর ভিক্ষা চাওয়া।

শুখিয়ে ক্রমে ঝর্‌বে বলেই ফুলের সুবাস,
বিষাদ মধুর হবে বলেই আনন্দ বিলাস ;
আঁধারে দৃষ্টি ফুট্‌বে বলেই আলোর বিকাশ ;
তিলে তিলে মরণ বলেই এ জীবন নিয়ে ধন্য হওয়া।

২৮শে আষাঢ়, ১৩২৫

১২

সবার চেয়ে সত্য মরণ সেইটে ভুলে' থাকি ;
সবার চেয়ে মিথ্যা নিয়ে আপ্‌নাকে দিই ফাঁকি।

গর্ব্ব আর অহঙ্কার
রচে' মনে কারাগার
সেথা আছি আটক, আমার অন্ধ হয়েছে আঁখি ;
সবার চেয়ে মিথ্যা নিয়ে আপ্‌নাকে দিই ফাঁকি।

ঈর্ষা, ঘৃণা, কপটতা,
হয় বন্ধু, ভগ্নি, ভ্রাতা ;
প্রবঞ্চনার পায়ের ধুলা আগ্রহে অঙ্গে মাখি,
সবার চেয়ে মিথ্যা নিয়ে আপ্‌নাকে দিই ফাঁকি।

স্বার্থ নিয়ে লাঠালাঠি,
দীনতায় কাটাকাটি ;
মিলন থেকে আপ্‌নাকে সদা যত্নে দূরে রাখি ;
সবার চেয়ে মিথ্যা নিয়ে আপ্‌নাকে দিই ফাঁকি।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

১৩

দুর্ব্বল বলে' ভাব্‌ছ যা'রে দুর্ব্বল সে ত নয় ;
গায়ের জোরে সবল—কেবল দুর্ব্বলতার ভয় ।

অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বীর
সংহারেতে মতি স্থির
ভয়ে তা'র ভুবন কাঁপে—দূরে দূরে সবে রয় ;
ভয় দিয়ে কি প্রাণে প্রাণে ভাল করে' বাঁধা হয় ?
ওই ছোট ফোটাফুল,
সুবাস দিয়ে আকুল,
মৃদু মৃদু হেসে' কেমন মন প্রাণ কেড়ে' লয় ;
হাসি দিয়ে, বাস দিয়ে সে যে করে ভুবন জয় ।

লজ্জাবতী ওই লতা
পরশনে পায় ব্যথা ;
ওসে লজ্জামাখা-সঙ্কুচনে হৃদয় করে জয় ;
সে সরে' সরে' যত যায় তত তব পরাজয় ।
পুত্রমুখ পানে চেয়ে
মা আছেন বিশ্ব ছেয়ে,
তাঁর ক্ষমা, মায়া, স্নেহ, দয়া সকল প্রাণময় ;
কেবল ত্যাগে, বিমল স্নেহে করেন বিশ্ব জয় ।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

১৪

আজ এমন করে ধরা দিলে হৃদয় মাঝারে !
ওগো কেমন করে এ জীবনে ছাড়্‌ব তোমারে !

তোমায় ভুলে আপন নিয়ে ব্যস্ত ছিনু কত,
দাহন-তাপে তাইত পুড়ে হৃদে মোর ক্ষত ;
শেষে নয়ন জলে সকরুণ পেলাম তোমারে !
আজ এমন করে ধরা দিলে হৃদয় মাঝারে !

অবিশ্বাসের দাম্ভিকতায় মন গেল ক্ষেপে,
অমঙ্গলের তাইত বিষ গেল সব ব্যেপে;
শেষে হারিয়ে গেনু অনুতাপের ঘন আঁধারে !
আজ এমন করে ধরা দিলে হৃদয় মাঝারে !

১৫ই বৈশাখ ১৩২৯

১৫

সুন্দর তুমি প্রভাতে,
সকরুণ তুমি সব স্নেহে ;
কোমল তুমি কুসুমে,
মঙ্গল বিরাজ' তুমি গেহে।
অনন্ত তুমি গগনে,
ব্যাপ্ত শ্যামল এ ভুবনে,
তোমায় করিহে নমস্কার ;
প্রদীপ্ত তুমি তপনে,
স্নিগ্ধ তুমি চন্দ্র কিরণে,
তোমায় করিহে নমস্কার ;
জাগ্রত তুমি জীবনে,
মূর্ত্তিমান তুমি সব দেহে !

অবাধ তুমি সাগরে,
বিরাট তুমি এ নিখিলে,
তোমায় করি হে নমস্কার ;
রহস্যময় তুমি তোমারে
তব সৃষ্টিমাঝে রচিলে
তোমায় করি হে নমস্কার ;
প্রেমময় তুমি শিব,
দয়াময় সর্ব্বময় যে হে !

৫ই বৈশাখ, ১৩২৯

১৬

জ্ঞানের গোলক ধাঁদায় জ্ঞানী মর্‌ছে সদাই ঘুরে;
"এই যে পথ" ভাব্‌ছে যতই ছুট্‌ছে ততই দূরে।

"আমি বুঝি ঠিক" এই গর্ব্ব সর্ব্বনাশী
পাছে কাছে থেকে তার দিয়ে গলে ফাঁসি
চালিয়ে নে' যায় কৌশলে,
মাতিয়ে দে' যায় কি ছলে!
বুনো বরার মত যতই ছুটে আঁখি ততই ঝুরে;
জ্ঞানের গোলক ধাঁদায় জ্ঞানী মর্‌ছে সদাই ঘুরে।

সারাদিনে সযতনে বাঁধা বীণাখানি
আরো ভাল ক'রে বাঁধি বীণাখানি আনি;
সহসা কাটিল যে তার
বীণাটি হইল বেতার;
হায় শুখ্‌নো কাঠের দণ্ড মোটেই বাজে নাত সুরে!
জ্ঞানের গোলক ধাঁদায় জ্ঞানী মর্‌ছে সদাই ঘুরে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

১৭

আমার হৃদয় বীণার করুণতারে
যখন আঘাত লাগে
তখন জীবনদেবের চির-তরুণ
পরশ-পুলক জাগে।

লীলায়িত আলোর হাসি
তরল আলিঙ্গনে,
গঁভীর ভাবে মুগ্ধ করে
জীবন, দেহ, মনে ;
ছন্দে গানে, সুরে তানে,
মুক্তি আনে প্রাণে প্রাণে ;
মরি কি নিখিল জগত বাঁধন হারা
নবীন উদাস রাগে ;
হৃদয়ে জীবনদেবের চির-তরুণ
পরশ-পুলক জাগে।

ঘন নীলিমা-তরঙ্গিত
অম্বর-বিচুম্বিত
আকুল ধরণী মোহন
শ্যামলে বিলুণ্ঠিত :
শিরে তাজ শত গিরি
বক্ষে নদী হার পরি'
আকুল ধেয়ান-নিরত নিয়ত তব
নিখিল স্বরূপ আগে ;
আমার হৃদয় মাঝারে জগন্নাথের
পরশ-পুলক জাগে।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

১৮

বিশ্বরূপের নিকেতনে পেয়েছি তোমায়।
সরস শীতল পরশ খানি ছুট্‌ছে শিরায় শিরায়।

আজ পূর্ণ হ'ল জীবন আমার,
হেরি চারিধারে আনন্দ অপার ;
আজি রসের বাঁধন বাঁধ্‌ল মোরে তোমার রাঙ্গা পায় ;
বিশ্বরূপের নিকেতনে পেয়েছি তোমায়।

সকল সাধের সকল আশার,
প্রাণেশ আমার তুমিই যে সার ;
আজি ফুটেছে জীবন কমল তোমার বিমল বিভায় ;
বিশ্বরূপের নিকেতনে পেয়েছি তোমায়।

বইছে প্রেমের সাগর অপার,
সুখ শান্তি ঢেউ উঠে অনিবার ;
আজি মিলন-গীতি মধুর সুরে আকুল কোকিল গায় ;
বিশ্বরূপের নিকেতনে পেয়েছি তোমায়।

২১শে আষাঢ়, ১৩২৫

১৯

চোখের চাউনি তব আছে এ ভুবন ছেয়ে!
কতই জনম গেল, তব মুখ পানে চেয়ে !

কত যে সুন্দর তুমি কহিতে না পারে ভাষা,
তোমারি রূপের মাঝে লুকানো প্রাণের আশা ;
তোমারি হাসির ছটা বাতাসে চলেছে বেয়ে,
প্রাণে প্রাণে কি আনন্দ মধুর আসিছে ধেয়ে!

রূপেতে মজেছে মন, আজ ক্ষেপেছে দু'আঁখি,
ফুটে ফুল চারিধারে, নেচে নেচে গায় পাখী,
চাহিনা কোনই তৃষা প্রেমের আবেশ পেয়ে ;
সারাটি জীবন যেন যায় তব গান গেয়ে!

১০ই আষাঢ়, ১৩৩১

২০

মাঠের ধারে, নদীর তীরে,
সকাল সাঁঝের বেলা,
কতই দেখি রূপের আলো,
কতই শোভার খেলা !

আলোয় আলোয় কত হাসি !
কতই রঙ্ মিল্‌ছে আসি !
গগনমুখে, নদীর বুকে,
প্রেমের মোহন মেলা !
কতই দেখি রূপের আলো
কতই শোভার খেলা !

বিরাট হাসি রাশির বীণে
উঠছে কি সুর প্রতিদিনে !
সকল জ্বালা, সকল দুখ,
করছে পুলক হেলা !
বাইছে আলো আকুল প্রাণে
উদাস সুরের ভেলা !

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

২১

পথহারা ভ্রান্ত জীবন,
আলো-হারা অন্ধকার ;
কোথা হবে প্রিয় মিলন,
অকরুণ বন্ধ দ্বার !

মরুভূমে হারিয়ে-যাওয়া
ছোট এক নদীর মত,
খুঁজে না পাই মোটেই আমি
তৃপ্ত আশা মনের শত,
বধির শ্রবণ, অন্ধ আঁখি ;
ফুটেনা ফুল, গাহেনা পাখী ;
বহে না ত মন্দ পবন
ফুল্ল ফুল গন্ধ ভার !

মাতিয়ে-দেওয়া আনন্দ সে
আর নাইক' নীলিমায়,
সব কে দিয়েছে এঁকে যেন
কাল বিষাদ তুলিকায় ;
আজ নীরব সকল গান,
যেন পাথর সমান প্রাণ ;
শুধু চারিদিকে ঘিরে আছে
অবিশ্বাস সন্দ আর !

৫ই আষাঢ়, ১৩৩১

২২

তোমায় কাজের মাঝে পাই না খুঁজে
তাইত আমার দুখ এত !
ভবের হাটে বেগার খেটে
কুড়াই কেবল জ্বালা যত !

আঁটি বেঁধে গোছা গোছা
শস্য যতই বহি
আপনাকে ধন্য মানি
গর্ব্বে ততই কহি ;
সুখ যতই পাই, তত আসলে হারাই,
প্রাণের মাঝে বিরাট ফাঁকি
বাড়্‌ছে উজল ভোয়া কত ;
নয়নজলে তোমার কাছে
তাইত আবার মাথা নত !

যত জ্বালা, যত দুখ
নিজের গড়া সব ;
দায়ে ঠেকে তুলি তবে
অতি করুণ রব ;
শক্তি যখন জাগে, ভক্তি তখন ভাগে,
অহঙ্কারে মাথা যায় ঘুরে
আত্মঘাতী বুদ্ধি আসে কত ;
নয়নজলে তোমার কাছে
তাইত আবার মাথা নত !

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩১

২৩

গেল ঝড় ঝাপটে ছিঁড়ে টুটে'
হৃদয় শতদল ;
সব কোথায় গেল—উড়ে' উপে'
অমল পরিমল ?
বায়ু মেঘে আঘাত লেগে
উঠ্‌ল জ্বলে বাজের আগুন ;
দীপ্ত ত্রাসে আকুল রোষে
ছুট্‌ল কোথা আকুল ফাগুন !
যত আলো হাসি পুড়্‌ল,
শত প্রেম-আশা টুট্‌ল ;
একি জগত জুড়ে মরুভূমি
উষর অবিকল !
মোটে নাহি জল অথবা ছায়া
বায়ু তাপ কেবল !

নাহি গান ; আনন্দ প্রাণ
মূর্চ্ছিত মৃত গভীর বিষাদে ;
গেছে সব—তাই নীরব !
গাহিবে গান কি সুরে ? কি সাধে ?
গেছে বীণাখান ভাঙিয়া,
গেছে সব তার ছিঁড়িয়া ;
গেছে কখনো আসিবে না আর
বসন্ত নিরমল !
সুধু মরুভূমি চৌদিকে মোর
কৈ জল ? নাহি জল।

কৈ মুকুল ? অথবা ফুল ?
কোথা বা প্রাণ মাতান সুবাস ?
কোথা ধীর স্নিগ্ধ সমীর ?
কোথা বা শান্ত চাঁদের সুহাস ?
কোথা শ্যামল বিশ্বঘেরা ?
কোথা নীল আকাশ ভরা ?
কোথা দুকূল-ধোয়া-তীব্র-বহা
সে নদী সুশীতল ?
বুঝি স্বপন দেশে সে সব আছে ?
সকল এ নকল !

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

২৪

জীবন যদি না ফুট্‌লো তোমার
তবে কাজ কি ছিল ভবে আসার ?

দারুণ তাপে শুখিয়ে যেতে
এসেছিলে কি এ পৃথিবীতে ?
সুধু কাঁদ্‌তে কিহে এসেছিলে ?
ভবে কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে চারিধার ?

হাসির স্রোতে সকাল বেলা
কতই হাসির হ'ল খেলা,
হ'ল সারা বিশ্ব পাগলপারা,
কত ছুট্‌ল সুধার স্নিগ্ধ ধার !

শোভন চারু ভুবন ঘিরে,
মোহন গীতি উদার সুরে,
স্পর্শি' প্রাণে তরল পরশনে
কোথা ছুট্‌ল অমৃত পারাবার !

পে'লে না সে সরস পরশ !
পে'লে না সে উদাস হরষ !
তুমি নিজ জ্বালার গণ্ডী মাঝে
জ্বালিয়ে জীবন কর্‌লে অঙ্গার !

১৬ই চৈত্র, ১৩৩০

২৫

প্রভু, প্রাণ কেঁদে আজ উঠ্‌ছে আমার
চরণে দাও স্থান!
আশ্রয় মাঝে আমি বড়ই নিরাশ্রয়
কর আশ্রয় দান!

ভুলের মহাআঁধার মাঝে,
বেড়াই ঘুরে সকাল সাঝে;
মনের মোহন কুহক ফাঁদে, হয় এ
জীবন অবসান!

সত্যের আলো দেখাও মোরে,
বাঁচাও প্রভু এ অভাগারে;
আবার বিষাদ-সুপ্ত অলস আমার
উঠুক জেগে প্রাণ!

তুমি ছাড়া বল কেবা আর
হয় নিত্য বন্ধু সবাকার!
দুর্দ্দিনে আঁধারে তুমি বিপদে সবার
সদাই দয়াবান!

যত ভয় দুর্ব্বল ভাবনা,
যত বিষাক্ত তীব্র যাতনা,
কর বিদূরিত হে চির মঙ্গলময়
প্রাণেশ ভগবান!

দেখি আবার এ বিশ্ব ভরি'
বহিছে সুধু প্রেম লহরী,
ফুলের চাঁদের বিমল হাসি সুধার
যাক্ বয়ে তুফান

বেজে উঠুক প্রাণের বীণা,
ঘুচে যাক্ সব গর্ব্ব ঘৃণা;
শুনি পুনরায় পাখীর মধুর গানে
তোমারই আহ্বান!

৫ই আশ্বিন, ১৩৩১

২৬

ডুবিয়ে দাও সকল কোলাহল।
ওরে মোর্ মন পিপাসী,
কর পান সুধার রাশি ;—
ধুইয়ে দাও সকল হলাহল !

অন্তরের সুর অনাহত
বাইরের তানে ক্রমাগত
মিলে' মিশে' প্রবাহিত হের সুরধুনী ;
স্নান কর জ্ঞানী, গুণী,
মহানন্দে প্রাণ হউক পাগল !

নীলাকাশের বিরাট বীণা
শোনোনা ওই বাজ্‌ছে কিনা !
আলোমাখা সুশ্যামল বিশ্বখানি হাসে ;
শক্তি নিয়ে মুক্তি আসে
খুলে' দেয় সব মনের আগল !

সব সাথে এক হয়ে যাই,
সব মাঝে খুঁজে' নিজে পাই ;
মরণের ভয়ে দূরে মৃত্যু নিজে ভাগে ;
হর্ষে দেয় অনুরাগে
প্রাণ মাঝে স্থান সব চলাচল !

১লা বৈশাখ, ১৩৩১

২৭

ক্ষুদ্র আমি, আমায় নিয়ে কতই খেলা খেলালে
রুদ্র হ'য়ে, দয়াল হ'য়ে, কতই লীলা দেখালে!

বহুরূপী কতই রূপে সাজ্‌লে তুমি যে!
সব মাঝে রইলে তবু তুমি যে তুমি সে!
সুর তব বাজ্‌ল নব সকল তব খেয়ালে
রুদ্র হ'য়ে, দয়াল হ'য়ে, কতই লীলা দেখালে!

দুখ দিলে সুখের বুকে, জীবনে, মরণ,
সুখ দিলে দুখের বুকে, মরণে, জীবন;
বজ্রে তুমি আগুন জ্বেলে কতই খেলা দেখালে;
পত্রে পুষ্পে পাখীর গানে কতই তুমি শেখালে!

প্রাণে তুমি প্রাণের রাজা, সবার নাগর;
অন্ত তব পায়না খুঁজে আকাশ সাগর;
ছিলে তুমি যেমন ধারা বহু আগে সেকালে
আজো তুমি তেম্‌নি আছ সভ্য মোদের একালে!

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩২

২৮

তোমার খেলা আলো-রাতে
ফাগুন-নীলিমায় ;
সারা আকাশ হেসে' সারা
উজল কি বিভায় !

যৌবনেরি মত্ত রসে
আকুল বসন্ত
কা'র পরশে কুসুম
সুবাস ফুটন্ত ?
কা'র রূপেতে মুগ্ধ হ'য়ে
কোকিল আজি গায় ?
তোমার খেলা আলো-রাতে
ফাগুন-নীলিমায় !

অবাধ যৌবন আজ
মানে না ক বাঁধা,
অগাধ রাগিনী তা'র
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-সাধা ;
অন্তহীন সঙ্গীত সাথে
সে সুরটি মিলায় !
তোমার খেলা আলো-রাতে
ফাগুন-নীলিমায় !

২৯শে ফাল্গুন, ১৩২৮

২৯

চাঁদ উঠেছে সাগর পারে।
গগন কোণে ছড়িয়ে দে'ছে
বিমল হাসির ধারে

সুধার ধারার গান ঝরিছে,
শীতল নীরব ধরা শুনিছে ;
প্রেমিক-শ্রবণে সুধা ঢালিছে ;
ঝঙ্কারিছে চাঁদের আলোক
জীবন-বীণার তারে।

সমীর মাঝে চাঁদের কিরণ,
শ্যামল তরু আঁধার-মগন,
মাঝে আর নীল মুগ্ধ গগন ;
ধ্যান-মগ্ন সুপ্ত কুসুম ;
চুমিছে কিরণ তা'রে

১০ই অগ্রহায়ণ ১৩২২

৩০

মহাসাগরের মহাপ্রাণে বসে' যে জন বাজান বীণা
সে জন আমার প্রাণে আছেন আমি দেখেও তা' দেখি না।

তরু, লতা, জন্তু, জীবে,
বিরাজিত তিনি সবে ;
ভবের মাঝে এমন নাহি কিছু যাহা হয় তিনি বিনা।

আলোকে তাঁর গগন হাসে,
পুলকে তাঁর ভুবন ভাসে ;
তাঁর প্রাণে আকুল প্রাণ পেয়েছে পথের ঐ ধুলি-কণা ;
তাঁরে চেন' যদি চিন্‌তে পার' চিন্‌তে কারো নাহি মানা।

১৪ই মাঘ, ১৩২২

৩১

আপন করম করে যাও ;
সেধেছ যে গানটি তোমার
সে'টা সুধু গাও।

ভক্ত তোমার অনেক হ'বে,
কত যত্নে কত রত্ন দেবে ;
তোমার গান অনেক গা'বে ;—
তুমি সোজা চলে' যাও ;
দেওয়ার প্রেমে মত্ত যদি
পাওয়ার আশা ছেড়ে দাও

রথটি যেন যায় না থেমে,
পোড়োনা আধেক পথে নেমে ;
মত্ত থাক' পথেরই প্রেমে,
সুধু শক্তি সাথে নাও ;
বাজ্‌বে বিষাণ, উড়্‌বে নিশান,
তার দিকে কেন চাও ?

৫ই ফাল্গুন, ১৩২২

৩২

হৃদয়-সাগরে উঠে প্রেমের তুফান!
আবেশে অবশ দেহ পুলকিত প্রাণ!

বাঁধ নাই,—বাধা নাই;
আদি নাই,—অন্ত নাই;
শীতল বিমল স্বচ্ছ নীর ধরে তান!
তুফানে তুফানে গাহে বিমোহন গান!

প্রেম কি সুধার রাশি?
প্রেম কি সুষমা? হাসি?
প্রেম কি কথার কথা? কোথা তার স্থান?
কোথা হ'তে আসে প্রেম? কেবা করে দান?

কতই জীবন এল,
কতই জীবন গেল;
ধরিল প্রেমের তান প্রাণ সুমহান;
প্রেমের রহস্য গূঢ় রহিল সমান!

কবে বাঁশী বেজেছিল,
প্রাণ মন মজেছিল ;
কবে প্রেমে বয়েছিল যমুনা উজান !
প্রেমের মহিমা ভবে আজিও সমান !

কত ভক্ত, কত কবি,
প্রেমের অতলে ডুবি'
রচিল কি মধু-চক্র প্রেমের সন্ধান !
গাহিল কোমল কান্ত কত শত গান !

অনন্ত প্রেমের তৃষা,
অনন্ত প্রেমের আশা ;
প্রেমের অন্তরে হের প্রভু ভগবান !
জীবন ফুটিছে প্রেমে নাহি অবসান !

১৫ই চৈত্র, ১৩২২

৩৩

ফুলের মত জীবনখানি আপ্‌নি ফুটে উঠ্‌বে না ;
আলো-আকুল ধীর বাতাসে গন্ধ মধুর ছুট্‌বে না।

মাথায় বোঝা চাপিয়ে নিয়ে
শীতে, তাপে, জলে,
যেতেই হ'বে ক্লেশটি স'য়ে,
নিজ নিজ বলে ;
খেয়াল মত পথের মাঝে থাম্‌লে মোটে চল্‌বে না ;
ফুলের মত জীবনখানি আপ্‌নি ফুটে উঠ্‌বে না।

আঁধার কত, আলোক কত,
পড়্‌বে সে পথে,
সারথী হয়ে মনের মত
চালাও এ রথে ;
আপন-হাতে-বাঁধা বরাত এক কথাতে টুট্‌বে না ;
ফুলের মত জীবনখানি আপ্‌নি ফুটে উঠ্‌বেনা।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

৩৪

এতখানি সুবাস কোথায় লুকিয়ে রেখে'ছিলি
ওলো প্রকৃতি, বল্‌না শুনি, আজ্‌কে খুলে'দিলি।

নির্জ্জনে এই বনের মাঝে,
কল্লি পাগল আজ্‌কে সাঁঝে ;
মুগ্ধ আমার পরাণখানি সাফাই কেড়ে নিলি ;
এতখানি সুবাস কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলি ?

মধুর তানে, আকুল গানে,
পুলক জাগে বিভল প্রাণে ;
মোহিনী এই কোন্‌ রাগিনী শুনিয়ে আজ দিলি !
হৃদয় আমার কল্লি আলো,
সবই যেন লাগ্‌ছে ভালো ;
সকল বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে সাথেতে তোর মিলি !
সতৃষ্ণ মোর রূপের আঁখি আজ্‌কে খুলে দিলি !

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৩০

৩৫

রূপে, রসে, গন্ধে আরো ফুটিয়ে তোলো মনের কলি
জীবন-নিকুঞ্জে ছুটে আস্‌বে কত আকুল অলি।

রবির আলোয় খেল্‌বে হাসি,
ছড়িয়ে বিপুল পুলকরাশি ;
আঁধার বিষাদ যত ধরার যা'বে সকল দলি' ;
ঝর্‌বে আশীষ দখিন বায়ে,
জাগ্‌বে স্বরূপ মলিন কায়ে ;
অমৃত জীবন হ'বে নির্ভয়ে সব মরণ ছলি' ;
রূপে, রসে, গন্ধে আরো ফুটিয়ে তোলো মনের কলি।

২০শে পৌষ, ১৩৩০

৩৬

কে তুমি শুদ্ধ সুন্দর,
দাঁড়ালে আমার নয়ন-পথে আসি ?
চাঁদপানা মুখে তব
কি সকরুণ-সুবিমল-শান্ত-হাসি !

কত দিনের ব্যাকুল আশা
জেগে ওঠে প্রাণের মাঝে,
কত কালের ভুলে-যাওয়া
মুগ্ধ বেদন-বাণী বাজে ;
আজ সকালে নতুন হাওয়ায়,
পরাণ আমার ভাসিয়ে নে যায় ;
হে তুমি মেঘ-বরণ,
করো আমায় তোমার চরণ-বিলাসী !

চাই না আমি পাগল-করা
গরল-ভরা ভালোবাসা,
কাঁদন-ঘেরা হাসির ধারা
ব্যাকুল-করা সে পিপাসা ;
শুধু নয়নের সামনে তুমি এসে,
এমনি করে দাঁড়িও, হে নাথ, হেসে ;
আর প্রাণ মনোহর
আপন মনে বাজিও তোমার বাঁশী !

১০ই আশ্বিন, ১৩৩১

৩৭

নব প্রভাতের পূত তরুণ কিরণে
হাসিছে ভুবন প্রীত অরুণ-বরণে।

গাহিছে বিহগ,—"জাগো, জাগো, জাগো,"
আকাশে বাতাসে জাগরণ রাগ;
ঝরিছে অমৃত কত জীবনে জীবনে;
দূরে গে'ছে যত অন্ধকার,
বাজে মধু বীণা নবীন ঝঙ্কার;
কি দেখ এখনো চিত অলস স্বপনে?

এস এস তুমি, এস তব কর্ম্মে,
জাগ্রত ভুবন মানবের ধর্ম্মে,
তুলে' দাও অর্ঘ্য তব দেবের চরণে;
লতায় পাতায় ফুলে ফলে আর,
জীবনের ধারা বহে অনিবার;
জীবন দেবতা নব জাগ্রত ভুবনে।

২১শে ফাল্গুন, ১৩২৭

৩৮

তোমার স্মৃতিখানি মনটি আমার
ঘিরে আছে নিবিড় করে' ;
তোমার হাসিমাখা মুখখানি তাই
হেরি সারা নিখিল ভরে' !

তাইত আমার প্রাণের মাঝে,
বিপুল মধুর পুলক বাজে ;
সকল ফুলে, সকল গানে,
নীল আকাশে সকল তানে,
কত অমিয়ামাখা সুষমা অমল
স্নিগ্ধ-করা শিথিল ঝরে !

স্বরগ মরতে নামিয়া আসে,
দৃপ্ত ধরণী অনিমেষ হাসে ;
আনন্দ লয়ে অধীর সবে,
তুলিছে সবে আনন্দ রবে ;
আজ বন্দী করে' এই জীবন খানি
পারবে কে রাখতে ধরে' ?

২রা চৈত্র, ১৩২৭

৩৯

আজ ফাগুনের নীল গগনে মরি কি উদয়!
ওই চাঁদিনীর সুহাস-মাখা হাসে প্রেমময়!

স্নিগ্ধ সুধার পাগল-করা,
ঝর্‌ছে ধারা বিষাদ-হরা;
আজ আকাশ-জোড়া চাউনি কি মধুর সময়!
ওই চাঁদিনীর সুহাস-মাখা হাসে প্রেমময়!

আঁধার-গলে কিরণ দোলে;
ধরণীর ঐ শ্যামল কোলে
মরি ঝাঁপিয়ে পড়ে আকাশখানি সুন্দর অভয়
ওই চাঁদিনীর সুহাস-মাখা হাসে প্রেমময়।

২৯ শে ফাল্গুন, ১৩২৮

৪৫

সবার মাঝে তোমার লীলা,
তাইত এত সুখের জীবন ;
সবার মাঝে পুলক-খেলা,
তোমার মাঝে সবার মিলন !

আকাশ-জোড়া চাঁদের আলো,
বিশ্বজয়ী চাঁদের হাসি ;
দেখ্‌তে আমার লাগে ভালো,
বড়ই আমি ভালোবাসি ;
আমি হর্ষ-আকুল-উদাস-সুখে,
দেখি সবার চোখে সকল মুখে,
শান্ত-শীতল-শুভ্র-উজল
খেল্‌ছে তব প্রেমের কিরণ
সবার মাঝে পুলক-খেলা,
তোমার মাঝে সবার মিলন !

শিশির ভেজা ফুলের বাসে
প্রাণে জাগে কতই কথা,
পাখীর গানে কিসের আশে
ভুলে যাই সকল ব্যথা ;
কোন্ অচিন্ নব সুরের দেশে,
আমি স্বপন মাঝে যাই যে ভেসে !
হৃদয় মাঝে যখন দেখি,
তোমার দেখি সুরের লিখন ;
সবার মাঝে তোমার লীলা
তাইত এত সুখের জীবন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

৪১

কি সুধা নাথ, দিয়েছ তুমি
সুধাকর হাসিতে !
সে যে আমায় পাগল করে
হাসিমাখা আঁখিতে !

আমি ভুলে যাই সব শ্রম ক্লেশ,
মরমেরি ব্যথা দারুণ অশেষ ;
এ প্রাণ চায় জীবন ভরে'
তা'রে ভালোবাসিতে ;
আমি পারি না আর শাসন করে'
নিজমনে বাঁধিতে !

এমন মধুর সৃজন তোমার,
উঠ্‌ল ক্ষেপে এ পরাণ আমার ;
ওই আলোক, ওই আনন্দ,
দাও দুখ নাশিতে ;
ওগো আজ্‌কে যদি ওই হাসিতে
ধরা দিতে আসিতে !

সুন্দর, আমার জীবন ঈশ্বর,
পূর্ণ করে প্রাণ দাও আজি বর ;
কেবল শুনি রূপের মাঝে
সুর তব বাঁশীতে ;
আমি মরণ মাঝে যেন গো পারি
হর্ষে চির বাঁচিতে !

৩রা শ্রাবণ, ১৩২৪

৪২

ফোটা ফুল কিবা মধুর
তা'তে বা ঝড় লাগে কেন ?
রূপটি যার লোভনীয়
নয়নে তা'র অশ্রু কেন ?

হাসে চাঁদ নীল গগনে,
হাসিস্রোত ধীর পবনে ;
কি আনন্দ দেয় ভুবনে !
কলঙ্ক তা'র অঙ্গে কেন ?

কুহু কুহু কোকিল ডাকে,
প্রাণে সুখের ছবি আঁকে ;
ভালোবাসে সবাই তাকে ;
রঙ্‌টি তা'র কালো কেন ?

প্রাণে সুখ যখন আসে,
হাসিতে তান যখন ভাসে,
তখনি তা'র পাশে পাশে
দুখের সুর বাজে কেন ?

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩
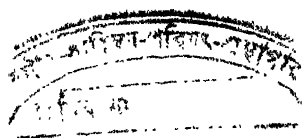
৪৩

তোমার কাজে ভাবের মাঝে
এসেছি আমি দয়াময় ;
তোমায় ভুলে' রইনা যেন
এইটি কোরো প্রাণময় !

তোমার প্রেম অঙ্গে মেখে'
নিখিল প্রাণে প্রাণ রেখে'
তোমার লীলা তোমার খেলা
নেহারি যেন ধরাময় !
তোমায় ভুলে' রইনা যেন
এইটি কোরো প্রাণময় !

সুখে দুখে নানান্ সাজে
নানান্ হাসি কান্না মাঝে
তোমার শান্ত-উজল-মুখ
নেহারি যেন ধরাময় !
তোমায় ভুলে' রইনা যেন
এইটি কোরো প্রাণময় !

জীবন আর মৃত্যু দুয়ে
তোমার কথা যায় কয়ে'
সাধনকর্ণে মোহন সুর
শুনিগো যেন শক্তিময় !
তোমায় ভুলে রইনা যেন
এইটি কোরো প্রাণময় !

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

৪৪

আকাশ-ঘেরা সুনীল নীরব গানে
ফাগুন-রাতে বাজ্‌ছে কি রব প্রাণে!

তরল শীতল মলয় বায়ে
কর্‌ছে কোমল পরশ গায়ে,
শ্রান্তিহরা,—শান্তি ভঁরা
আকুল হিয়া শিথিল সৌরভ ঘ্রাণে;
ফাগুন-রাতে বাজ্‌ছে কি রব প্রাণে!

সকল প্রাণের সরল হাসি,
উদাস মধুর উঠ্‌ছে ভাসি';
কি হ'ল এ,—চাহি না যে
কোনই ধনে, কোনই বিভব মানে;

শুধু ওই হাসির খেলায়,
আপনাকে বিলাই হেলায়;
মরুক দুখ মরণ দুখের ত্রাসে;
চির-তরুণ-আশে
বসে যে আছি ল'বই তোমার দানে,
ফাগুন-রাতে বাজ্‌ছে কি রব প্রাণে!

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩১

দিবারাত ঘাত প্রতিঘাত ভাঙ্‌ছে জীবন, গড়্‌ছে জীবন,
শুধু ফুট্‌ছে তথায় জীবন তত যথায় যত আলোড়ন।

নিচল জীবন—অচল জীবন,
বিষময় এক মধুর মরণ,
প্রকৃতির নাই পরিস্ফূরণ, বৃথা স্বপন অলস দরশন !

ভাঙা গড়া চাই,—পড়া উঠা চাই,
ব্যথায় ধূলায় ক্ষতি ভয় নাই,
বিফলতার বুক্‌টি চিরে' বাহির কর তোমার নারায়ণ

১লা ভাদ্র, ১৩২৩

যেটাকে ঠিক পেতে যাওয়া
আমার সেটা নয় চাওয়া !

কোন্ কুহকে কেমন ঘুরাও
কোন্ রঙেতে কেমন ভুলাও
কোন্ চমকে ধাঁদিয়ে দাও আঁখি
গাহে আমার যতই প্রাণ পাখী
অপূর্ণ রহে তবু গাওয়া ;
হয়নি পেয়ে ঠিক পাওয়া !

দেখে সকাল বেলার আলোক,
হাসে সরল প্রাণের পুলক,
কাজের পথে বেরিয়ে পড়ে দেখি
কত আলোক, কত আঁধার,—একি !
ভুবন বাধা দিয়ে ছাওয়া ;
জীবন এম্নি করে বাওয়া ।

৭ই ভাদ্র ১৩৩১

৪৭

সুধু আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
আমার জীবনখানি ছেয়ে গেল !
কত চাঁদের হাসি, তারা-আলো
কত সুধার ধারায় ভরে' দিল !

নীলিমার নীলে নীলে
কতই পুলক তরঙ্গিয়া
মেঘে মেঘে মিলে' মিলে'
অতুল সকলি ত রঙ্গিয়া
মরি সকল দিকে বেপে' বেপে'
আমায় কত আকুল করে এল !
সুধু আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
আমার জীবনখানি ছেয়ে গেল !

কতই রূপের খেলা,
নাহি সীমা, নাহি পরিমাণ ;
কতই মোহন মেলা,
তবু তিরপিত নহে প্রাণ !
মরি অসীমের সুরে রূপের
এ সীমার বাঁধন শিথিল হ'ল !
সুধু উদাস ধ্যানে, মুগ্ধ মনে,
আমার জীবনখানি কেটে গেল !

১৪ই পৌষ, ১৩২৭

৪৮

কেন চাঁদ উঠে নীল গগনে ?
কেন ফুল হাসে মধু আননে ?

অরুণ-কিরণ-হাসিত-কাননে
প্রভাতে
নব শোভাতে
প্রফুল্ল কোকিল নব জাগরণে
কেন গাহে ?
কেন তান সুধা-অবগাহে
বাজে নব সুর যেন জীবনে ?

মৃদুল-মধুর-মলয়-পবনে
বসন্তে
কেন অনন্তে
চলে যায় ধীরে করি' পরশন
দেহ, প্রাণ ?
কেন সুখ আকুলতা দান
মুকুলিত করে সব যৌবনে ?

১২ই আশ্বিন, ১৩২৭

৫৯

সকল কাজে, সকাল সাঁঝে,
পে'তাম তোমায় আগে ;
ভক্ত ভাবুক তরুণ ছিল
মন্‌টি তখন বাগে।

তখন সকাল বেলা পাখীর ডাকে
জাগ্‌ত বনে ফুল,
আকুল ভরানদী ঢেউএর পাকে
ধুইয়ে দিত কূল ;
প্রথম রবির কিরণটুকু পড়্‌ত তীরে আসি,'
মৌন-তরল-স্নিগ্ধ-সরল ফুট্‌ত নীরে হাসি ;
বিশ্ব ভুবন সঞ্জীব ছিল
তোমার প্রেমের রাগে ;
সকল কাজে, সকাল সাঁঝে,
পে'তাম তোমায় আগে।

'নাই কি আনন্দ আজ্ উদাস করে'
আকাশের ঐ নীলে ?
যেন কে বিষাদ দিলে শ্যামল ভরে'
আমাদের নিখিলে !
এখন চারিদিকে দেখি কেন কি যেন কি নাই ?
সুধু উঠ্‌ছে বেজে সব সুরে বেসুরো বীণাই !
যে দিকে চাই সকল যেন
খাপ্‌ছাড়া আজ লাগে ;
সকল কাজে, সকাল সাঁঝে
পেতা'ম তোমায় আগে ।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

৫০

জীবনটাকে ধন্য কর, জীবনটাকে পূর্ণ কর,
জীবনটাকে সরস কর সত্য পরশে ;
জীবনটাকে ধন্য কর, জীবনটাকে পূর্ণ কর,
জীবনটাকে অমৃত কর পুণ্য হরষে।

তীর্থ কোথায় পাবি রে ভাই,
তীর্থ কোথাও নাই ;
দেশ বিদেশে ছুটিস্ কোথা
তীর্থ কোথাও নাই ;
দেবতা ঐ তোর ঘরে,
তোর নিভৃত অন্তরে;
তুই কাঁদিস্ হাসিস্ যা করিস্ ভাই
সবই তাঁ'রে ঘিরে' ;
তাই আয়রে ছুটে ফিরে' ;
করুণা তাঁ র সুখে দুখে আশীষ বরষে' ;
জীবনটাকে অমৃত কর পুণ্য হরষে।

১৯ই আশ্বিন, ১৩৩০

৫১

ঐ যে ছোট ছোট একটা একটা দেখ্‌ছো গ্রহ, নক্ষত্র, তারা,
ওরা বড় বড় পৃথিবীর মত মহাশূন্যে ঘুরে ঘুরে সারা ;

ওদের বুকে আছে কত জন্তু, জীব, পাহাড়, জল,
কত আছে বায়ু অগ্নি, কত তরু লতা, ফুল, ফল,
কত রাজ্য, রাজা, কত শত প্রজা, কত নিয়ম, কত বা ধারা।

ওরা পরস্পরে টানে টানে প্রাণে প্রাণে চির বাঁধা,
ওদের জীবন বীণা একই অনাদি সুরে সাধা ;
ওরা চিরদিন হাসে নাচে গায় একই পুলক মাঝে হারা।

অনন্ত সৃষ্টির মাঝে নর মোরা, ক্ষুদ্র মোরা কত !
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান লয়ে কত গর্ব্ব করি অবিরত !
হ'য়ে ক্রীতদাস ক্ষণিক সুখের ধরাকে করি মোহন কারা।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩২৫

৫২

প্রভু তোমারি চরণ তলে দাও মোরে স্থান
হ'ক্ তোমারি চরণ মম সুখ-উপাধান।

যেওনা, যেওনা যদি দে'ছ দেখা,
কাঁদায়ো না আর ওহে প্রাণসখা ;
চরণ ধরিয়া রহিব পড়িয়া
তব অমৃত পরশে মোর জাগুক এ প্রাণ।

তুমিই করেছ পূর্ণ এ জীবন,
তোমারি আলোকে ফুটেছে নয়ন ;
যা' বলি আমার সকলি তোমার
আমি তোমারি চরণে করি এ জীবন দান।

তুমি যে সুন্দর চির দয়াময়,
প্রাণের দেবতা, চির প্রেমময়,
দয়াল আমার তুমি যে সবার
প্রভু তোমাতে জীবন ক্ষুদ্র হ'ক অবসান।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

৫৩

হাসো গো জগতপতি,
আনন্দ-লহরে !
চন্দ্রমা হাসিছে ভালো
সুনীল অম্বরে !

হাসিছে ধরণী মুগ্ধ,
হাসিছে কুসুমরাজি,
ছুটিছে মধুর গন্ধ,
সেজেছে কানন আজি,
বহিছে পবন স্নিগ্ধ
মধুর মন্থরে !

তরঙ্গ তরঙ্গ ভঙ্গে
মধুর মধুর গান
ধরেছে অতুল রঙ্গে
নদীনদ সুমহান্,
মাখিছে চঞ্চল অঙ্গে
সুধাকর-করে !

সবারি হরষ মাঝে
তোমারি হাসির ধারা,
সবারি হাসির মাঝে
সঙ্গীত পাগলপারা,
সঙ্গীত মাঝারে বাজে
পরশ অন্তরে !

১০ই আশ্বিন, ১৩২৪

৫৪

হৃদয়-অর্ঘ্য এনেছি প্রভু গো,
চরণে তোমার দিব তুলে' ;
চরণ তোমার করিব পূজা
নয়ন জলের মুক্তা-ফুলে।

পড়িব লুটায়ে চরণ তলে পুণ্য হরষে,
হইব আমি আপনহারা অমৃত পরশে ;
কত রঙ্গে
তোমার চরণ ধূলার কিরণমালা মাখিব আমি অঙ্গে ;
ভবে কে আমি, কোথায় আমি,
যা'ব মহানন্দে সব ভুলে।

ভুলে যাওয়ার অতলতলে ডুবে' মরিব,
রতন খুঁজে পাওয়ার প্রেমে মরে' বাঁচিব ;
চন্দ্র, সূর্য্য,
উঠিবে নবীন উজল মধুর হয়ে শুনে তোমার তূর্য্য ;
হাসিবে ফুল, গাহিবে পাখী,
ছুটিবে নদী ভাসিয়ে কূলে

২৪ পৌষ, ১৩২২

৫৫

ফুল, তুমি কি অলি চেন ?
রূপ ফুটায়ে' বাস ছুটায়ে',
উঠ তুমি ফুটে কেন ?

'তোমার হৃদয় দ্বারে
মধুপ অতিথি ;
মরমের ব্যথা তার,
কহে কাণে বার বার,
জাগাইয়া কত স্মৃতি,
মধুপ অতিথি ;
হৃদয় দ্বার খুলিয়া দাও
শেষে তুমি তা'রে কেন ?

সে যদি হয় নিঠুর ?
যদি হয় চোর ?
হৃদয়ের মধু লুটে',
পলায় যদি সে ছুটে',
পূবাকাশে হ'লে ভোর
অলি মন চোর ;
বিরহ-নয়নে কেঁদে বৃথা
ম্লান তুমি হ'বে কেন ?

অথবা, কোমল ফুল
আপন হরষে
উঠ আপনি ফুটিয়া,
মত্ত আপনি হাসিয়া
অজানায় হৃদিদেশে
বসাও হরষে ;
প্রেম-পরশে কত আপন
কর তুমি তা'রে যেন !
প্রেম দেখি নাই হেন !

৮ই চৈত্র, ১৩২২

৫৬

ফুলে ফুলে গলাগলি
হর্ষ না ধরে!
ফুল মুখে দিচ্ছে চুমু
ফুল আদরে!

কিবা ঐ নাচের ঘটা,
কিবা ঐ রূপের ছটা,
হাসে, বাসে মিশে গেছে
আলো-সাগরে!

ভোম্‌রা গোপন-গানে
কি কয় ফুলের কাণে;
হেসে হেসে ঢলাঢলি
লজ্জা না করে!

একি আজ মাতামাতি!
শুনি কাণ স্থির পাতি'
প্রাণ মাঝে উঠে তান
অমিয়া ঝরে!

৫ই আষাঢ়, ১৩৩১

৫৭

তাঁর চরণে প্রণাম

করি তাঁর চরণে প্রণাম

শতেক কোকিল কণ্ঠে গাহে

যাঁ'র সুমধুর নাম।

ফোটা ফুলে যাঁ'র মৃদু হাসি,

নীলাকাশে পরকাশে

অসীম যাঁর হরষ রাশি,

যাঁ'র চির-শ্যামল-অমলরূপে

করে উজল এ মরধাম

করি তাঁ'র চরণে প্রণাম।

সুন্দরতা যাঁর মধুমাসে,
সুধাকরে সুধা করে
মধুরতা যাঁ'র পরকাশে,
যাঁর মঙ্গল আশীষ বিশ্বশিরে
ঝরে সূর্য্যালোকে অবিরাম
করি তাঁ'র চরণে প্রণাম।

এ হৃদয়ে যাঁ'র অধিষ্ঠান,
চিরদিন অন্তহীন
শুনিগো যাঁ'র প্রেমের গান,
যাঁ'র চির-সরস-পুণ্য-শীতল
পরশ এ প্রাণে প্রাণারাম
করি তাঁ'র চরণে প্রণাম।

১৪ই পৌষ, ১৩২৪

৫৮

তুমি আমার বুকের মাঝে,
তুমি আমার নীল গগনে,
তুমি আমার জীবন ছেয়ে,
তুমি আমার দুই নয়নে।

তুমি আমার চাঁদের মুখে
কিরণ মেখে মনের সুখে
হাস্‌তে থাক খেলতে থাক
সেজে উজ্জল শুভ্র বরণে।

গোলাপ ফুলের মাঝখানে
তুমি থাক শুয়ে ;
তার সকল সুবাস দানে
দেহ দেয় ধুয়ে ;
ঢালে অলি সুর তব কাণে ;
ফুল রেণু দিয়ে
কত সাজায় তব চরণে।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩১।

৫৯

খেলায় হেলায় দিনের বেলায় ভুলে ছিনু তোমায়,
রাতের বেলায় হৃদয় একা পরশ তোমার চায়।

বন্ধুরা কেউ নাহি কাছে,
সবাই তারা দূরে আছে,
ম্লান ভীতা নীরবতা আমায় ঘিরে কাঁদে উভরায়।

প্রাণ যে মোর উঠে কেঁদে,
মোহন সখা, এস হৃদে ;
গানের তানে রাখ্‌ব বেঁধে তোমার রাঙা দুটি পায় ;
বিরহ বিষম বাজে তন্দ্রা-বিহীন সহা নাহি যায়।

২৯শে বৈশাখ, ১৩২২

৬০

কানন আজি দিচ্ছে হেসে রূপের অঞ্জলি
বিশ্বপতির পায়ে ঢেলে পুলক আকুলি' !

মঙ্গলময় পাখীর গানে,
বরষে হরষ প্রাণে প্রাণে ;
মোহন ভঙ্গে রবিরশ্মি পড়্‌ছে উছলি' ;
সকাল বেলা কি মধুর হাস্‌ছে সকলি !

সমীর নীরে ভাস্‌ছে হাসি,
মিশ্‌ছে কত সুবাস রাশি ;
ফুলের ঢেউ কি উজল উঠ্‌ছে উথলি ;
ফুট্‌ছে পাতায় সজীব রঙের কি বুলি !

১৯ আশ্বিন, ১৩২৫

৬১
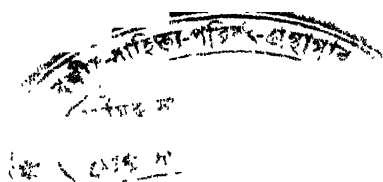
যা' গে'ছে, তা' গে'ছে চির
চোখের জলে ফির্‌বে না ;
যে তারা পড়্‌'ছে খসে'
আকাশতীরে ভিড়্‌বে না।

আঁধারে যা' হারিয়ে গে'ছে,
নিয়তি যা' ছিনিয়ে নে'ছে,
চোখের সে অন্তরালে,
নাচে খেলে তালে তালে ;
হর্ষে-বহা তরীখানি
আছে আপন তীর চেনা ;
শুন্‌বে না—শুন্‌বে না
চোখের জলে ফির্‌বে না।

গন্ধ-হারা ফুলের মত,
হেসে কর' সুদিন গত ;
কেঁদো না—মিছে কেঁদো না,
পুষো না বৃথা বেদনা ;
ঝেড়ে ফেল, মুছে ফেল,
বিষাদের এ হীন দেনা ;
কেন আর ইচ্ছা করে'
বিলাপের এ ঋণ কেনা ?

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩০

৬২

যেন জাগরণ নাই জীবনে !
সুধু তন্দ্রা জড়িত নয়নে !

আসিতেছে সূর্য্য প্রভাত লয়ে,
যাইতেছে ঘন আঁধার দিয়ে ;
দিনরাত আসে, আর চলে যায়,
আমি জানি না কখন, জানি না কেমনে !
হাসে কলি কোন্ সকালে ফুটে,
নেয় অলি তার মধুটি লুটে ;
মিলন লইয়া মঙ্গল গোধূলি
আসিছে কখন, ফিরিছে কেমনে !
মোর তন্দ্রা জড়িত নয়নে !

নিখিল বিশ্বে সকলি স্বপন,
রচিছে স্বপন নীল গগন ;
স্বপনের ফুল—গ্রহতারা দল,
সুধু ফুটে হাসে মধুর স্বপনে !
গগন হইতে স্বপন বহি,'
পবন মন্দ ছুটে রহি রহি ;
স্বপনের লীলা, স্বপনের খেলা,
ঘিরে আছে এক ছায়ার ভুবনে !
মোর তন্দ্রা জড়িত নয়নে !

আমি দেখি মনে করি,—দেখি না ;
আমি শুনি মনে করি,—শুনি না ;
আমি মনে করি,—জানি, বুঝি সব ;—
হায় অন্ধ মূঢ় আমি মায়ার বন্ধনে !
কি মধুর এ সুপ্ত জাগরণ !
এ জাগ্রত তন্দ্রা কি বিমোহন !
দাম্পত্য প্রণয়ে হয়েছে মিলিত
জীবন মরণ আজিকে দুজনে !
মোর তন্দ্রা জড়িত নয়নে !

২৫ বৈশাখ, ১৩২৫

৬৩

যত্নে বাঁধা জীবনখানি বেসুর কেন বাজে !
মানোমাঝে ঘুরে বেড়াই মন লাগেনা কাজে !

মন্‌টা যেন ফাঁকা ফাঁকা,
যেন ঘন বিষাদ আঁকা,
সুধু আমি ভয়ে সারা গভীর বিষাদ লাজে !

ভালো কিছু লাগে না ক,
ভালোতে আজ বিরক্তি ;
সহসা লোপ পেয়েছে
মনের দেহের শক্তি ;
একি খেলা খেল্‌ছ তুমি আজকে হৃদিমাঝে

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

৬৪

আর পারিনা মনের সাথে করতে আমি দ্বন্দ্ব ;
থাকুক মোর মনের মাঝে আঁধার-ভারি-সন্দ।

ঝরে ঝরুক চোখের জল,
দেখুক কেঁদে পায় কি ফল ;
অন্তর আমার হ'ক কঠিন, আঁখি হ'ক অন্ধ।
থাকুক মোর মনের মাঝে আঁধার-ভারি-সন্দ।

সন্দশিলা বেঁধে হৃদে,
মরি ডুবে অবসাদে ;
অর্থহীন হয় হ'ক আমার এ জীবন ছন্দ।
আর পারি না মনের সাথে করতে আমি দ্বন্দ্ব।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩২৫

৬৫

তোমায় ভুলে থাকা—এও যে বিষম দায় !
আঁধারে মনের ঘরে জোনাকী উড়ে যায়।
ইচ্ছা করে নানা কাজে
হারিয়ে যতই যাই ;
মনে করি সেথা কোনো
রূপই তোমার নাই ;
কাজের শেষে তাইত বসে,
মনটি যখন গায়,
দেখি তখন মেলি নয়ন,
সকল শূন্যতায় আছ তুমি পূর্ণতায়।

প্রাণে তোমায় চাইনা
যতই মোহের বশে,
শোষণ কর নিঠুর,
ততই প্রাণের রসে ;
কেবল কাঁদি মনকে বাঁধি,
দুঃসহ ব্যাকুলতায় ;
পুলক ঘিরে আবার ধীরে,
আবার ফিরে দয়াময়, পাই তোমায় !

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩১

৬৬

ওগো, ভুলিনি তোমায়,
ভুলিতে কি পারি কভু?
ওগো, চিনেছি তোমায়,
তুমি যে আমার প্রভু!

দিয়েছি জীবন মোর
তোমারে সঁপিয়া,
রেখেছি হৃদয়ে আমি
তোমারে আঁকিয়া;
এ জীবন ব্যাপিয়া,
তব গীত গাহিয়া,
সুখ যেন পাই প্রভু!
তুমি কত দিন মোরে
দ াওনাই দেখা,
কাঁদিয়াছি নদী তটে
আনমনে একা;
হৃদয়েতে আঁকা,
জীবনের সখা,
জান'ত সকলি প্রভু!
ওগো, ভুলিনি তোমায়,
ভুলিতে কি পারি কভু?

কতদিন অভিমানে
হে হৃদি-রঞ্জন,
দেখি নাই প্রভা তব
হে আঁখি-অঞ্জন,
ঝরেছে নয়ন,
কাঁদিয়াছে মন,
সান্ত্বনা দিয়াছ প্রভু !
তুমি মম জ্ঞান ধর্ম্ম,
তুমি মম আশ,
তুমি মম সুখ দুখ,
কান্না আর হাস ;
জগত আকাশ,
তোমাতে প্রকাশ ;
তুমি যে সবার প্রভু !
ওগো, ভুলিনি তোমায়,
ভুলিতে কি পারি কভু ?

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

৬৭

চির-উজল তোমার আলোক প্রাণে আমার জ্বলুক ;
শিখায় তার চির-মঙ্গল পুলক-তুফান তুলুক।

অন্ধ যেন হইনা আমি,
ফুটুক আমার দৃষ্টি ;
আমায় ঘিরে আঁখি মেলি'
হাস্থক নিখিল সৃষ্টি ;
প্রাণের আমার সুরের সাথে সৃষ্টির সুর মিলুক ;
হৃদয় হীনের হৃদয় যত সেই গানেতে গলুক।

লতায়, ফুলে, ফলে, জলে,
সুনীল আকাশ-তলে,
উল্লসিত শ্যামল ক্ষেতে,
শান্ত-শীতল অনিলে,
একই সুরের উৎস বেয়ে অনাদি কাল চলুক ;
তোমার প্রাণে বাঁচুক সবাই, তোমার কথা বলুক।

১লা ভাদ্র, ১৩২৩

৬৮

আজ প্রভাতে, তোমার সাথে,
হল পরিচয়,—
ওগো, প্রেমময় !
পুলক গানে, পাগল তানে,
হাসে ধরাময়,—
হাসি, প্রাণময় !

আলো-গানে, হাসি-তানে,
মিল হ'ল বিশ্ব প্রাণে ;
কি যে হল মুক্তি সাধন !
ভেঙে গেল শক্ত বাঁধন !
মরণ মাঝে মিশিয়ে গেল
তাপ, জ্বালা, ভয় !
জীবন নিয়ে মরণ আজি
করে মৃত্যুঞ্জয় !
আজ প্রভাতে, তোমার সাথে,
হল পরিচয়,—
ওগো প্রেমময় !

আসে চাঁদ, চলে যায়,
দিয়ে সুধা বসুধায় ;
পিয়ে সুধা জীবন ফুটে,
অন্ধকার বিষাদ টুটে,
কি গভীর রাগে বেজে উঠে
বীণা বাণীময় !
কত যুগের অদেখা সত্য
হেরি আলোময় !

কত সূর্য্য, চন্দ্র কত,
গ্রহ তারা শত শত,
একই তালে দলে দলে,
পুলক নৃত্যে নিত্য চলে,
সেই তালে আসে তরঙ্গ
প্রাণে প্রাণময় !
প্রাণের মাঝে বাজে যে সুর
নিত্য সত্যময় !
আজ প্রভাতে, তোমার সাথে,
হল পরিচয়,—
ওগো প্রেমময় !

২৯ শে ফাল্গুন, ১৩২৮

৬৯

তুমি যা' দিবে তা' আশীষ বলে
ল'ব তুলে শিরে ;
হ'ক সে মন্দ, হ'ক সে ভালো,
হ'ক সে আঁধার, কিম্বা আলো ;
আর হা হুতাশে ডাক্‌ব না ক,
ডুবি' আঁখি নীরে।

রোগ আর শোক কত,
দৈন্য দুখ শত শত,
মর্ম্মে হানে কত হানা
কত দিন, রাতি কত,
তারা তাপে তাপে পুড়িয়ে মোরে
করে খাঁটি ধীরে ;
তুমি যা' দিবে তা' আশীষ বলে
ল'ব তুলে শিরে !

মাঝে মাঝে ফেলি কেঁদে,
অধীর মনের খেদে ;
শেল সম তব দান
হৃদয়ে মোর বেঁধে ;
তবু সকরুণ নির্ম্মমতায়
সুধা আছে ঘিরে ;
তুমি যা' দিবে তা' আশীষ বলে
লব তুলে শিরে।

এম্নি করে প্রতিক্ষণে,
জীবনের প্রতি দিনে,
বাজিও আপন মনে
নিভৃত তোমার বীণে ;
দুখের সুরের পরশ বেয়ে
উঠি সুখ-তীরে ;
তুমি যা' দিবে তা' আশীষ বলে
লব তুলে শিরে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

৭০

মম মনো মন্দিরে ওগো আনন্দ সুন্দর,
কর পুণ্য আলোকে পূর্ণ এ মোর অন্তর।

সকল অলস কলুষ নাশি,'
উঠুক ফুটিয়া তোমার হাসি ;
সুখকর সমীর চির বহুক মন্থর ;
কর পুণ্য আলোকে পূর্ণ এ মোর অন্তর।

ব্যথিত হতাশ বিষাদ যত
সুবাস সুহাস কুসুম মত
নানা রঙে সাজাক মোর জীবন প্রান্তর ;
কর পুণ্য আলোকে পূর্ণ এ মোর অন্তর !

১৪ই পৌষ, ১৩২৭

৭১

জীবন সাথে তোমার লীলা,
মরণ সাথে তোমার খেলা ;
কতই জীবন, কতই মরণ,
কতই নিত্য মোহন মেলা !

যুগে যুগে কতই তুফান
আনে নব কতই পরাণ,
কতই বিকাশ সুমহান,
কতই তাদের মধুগান,
সে তুফান শিরে, মহানন্দ ভরে,
ভক্ত ভাসায় সাধন ভেলা ।

শুনে যারা সে গান তোমার,
ভুলে যায় সব আপনার;
কাল সাগরের কালো জলে,
মৃত্যুঞ্জয়ী তারা চলে ;
আবেশে অশেষ তারা সব শেষ
তোমারে পায় সকাল বেলা !

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

৭২

যা' আমি পা'ব না, তা'ত আমি চা'ব না,
যা' আমি চা'ব না তা'কি আমি পা'ব না ?

আমিত চাহিনা দুখ,
চাহি নিরমল সুখ ;
তবু কেন পাই দুখ ? কেন দাও যাতনা ?
চাহি হাসি, চাহি গান,
চাহি প্রফুল্লিত প্রাণ ;
অবসাদ কেন দাও ? বৃথা হয় সাধনা ?

সুধু যা'ব গেয়ে গান,
প্রাণে দিয়ে যা'ব প্রাণ ;
তবু কেন আলো মাঝে আসে ভয় ভাবনা ?
ভকতি, করম, জ্ঞানে,
এখনো আনন্দ আনে ;
ফুল ফুটে, পাখী গায়, কেন আমি গা'ব না ?

১২ই আশ্বিন, ১৩২৭

৭৩

কার ওপর তুই দুখ করিস মন,
দুখের ত কিছুই নেই ;
দেখার দোষে দুখ দেখিস তুই
দুখের ত মূলই সে-ই।

অভাবের তোর লম্বা যত
করিস তালিকা,
দুখের আখর দিয়ে তত
দেখিস তা' লিখা ;
বাঁধন হারা ভুলের ছলে,
কাঁদিস কত চোখের জলে ;
করিস কত হা হুতাশ,—"নেই নেই
আমার ত কিছুই নেই !"
সকল দুখের কারণ এই,—
সব কারণই ত সে-ই !

যে মুখে তোর সুখের হাসি
সে মুখেতে কান্না,
তোর হর্ষ-আঁখি জলে ভাসি'
ঝরে মুক্তা, পান্না ;
পেষণ করে' হৃদয় ক্ষীণে
সেই নয়নে দুখের দিনে,
মন, রক্ত বেরোয় হয়ে তপ্ত তরল
দুখের ত অশ্রু সে-ই ;
বলিহারী,—একই চোখের কান্না হাসি,
দুখের ত কিছুই নেই !

৫ই আশ্বিন, ১৩২৬

৭৪

অভিমানে, নয়নজলে,
কাঁদ্‌লে বল,
কি আর হবে ?
নেবে না ত দুখের বোঝা,
মাথায় তুলে,
কেউ এ ভবে।

তোমার মনের ব্যথা
তোমারি থাক্ মনে,
তাদের তুমি পুষ্‌তে থাকো
সহজ সঙ্গোপনে ;
ত্রস্ত তুমি তাদের দাপে,
মর্ম্মে মরো তাদের চাপে ;
বসে থাকো মুখ্‌টি টিপে,
তুলোনা আর
করুণ রবে ;
নেবে না ত দুখের বোঝা,
মাথায় তুলে,
কেউ এ ভবে।

বাতাস তোমার দীর্ঘশ্বাস
বহিতে নাহি চায়,
উত্তাপ তার তরল বায়ু
সহিবে না ত গায় ;
তপ্ত তব চোখের জলে,
মাটির অঙ্গ যাবে জ্বলে' ;
বৃক্ষ, লতা, নদী, পাহাড়
উঠ্‌বে ভয়ে,
শিউরে সবে ;
নেবে না ত দুখের বোঝা,
মাথায় তুলে,
কেউ এ ভবে।

৭ই ভাদ্র, ১৩৩১

৭৫

কেন প্রাণের মাঝে
থেকে থেকে ওঠে
হাহাময় কোলাহল ?
যেন সকল অঙ্গে
শোণিতের সাথে
মিশে গেছে হলাহল !

আঁখি—হয়েছে অন্ধ,
শ্রবণ—হয়েছে বধির ;
চিত্ত—হয়েছে চল,
অন্তর—আকুল অধীর ;
ইন্দ্রিয়কুল শঙ্কিত যত,
এস্ত বিবেক চকিত তত ;
কেন সহসা প্রাণে
অকারণে অতি
জ্বলে ওঠে ক্ষোভানল ?

বিশ্বের রূপরাশি
রস-বিহ্বল-সুখ-গন্ধ,
মৃদু-পরশ বায়
বহে চুম্বিত-মকরন্দ ;
বিহগকুল-মধুর-গান,
যেন সব ফাঁকা, সব ম্লান !
কেন এমন হয় ?
আনন্দ অপার
হারায়েছি কি সকল ?

ওগো বিশ্বের স্বামি,
হে রূপ-রস-গন্ধময়,
চির লুকানো ধন,
প্রাণ কেন অন্ধ হয় ?
শীতল পরশে এস প্রাণে,
এস ছন্দে, মন্ত্রে, গানে, তানে ;
আজি হয়েছে প্রাণ
তোমা বিনা মম
শান্তিহীন কি পাগল ?

৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

৭৬

সুধু ফুল কুড়ায়ে বেলা গেল,
মোর মালা গাঁথা আর হ'ল না।
পাখীর গান আকাশে মিশিল,
জাগায়ে আশার সুধু ছলনা।

সকাল এল ফুলের সাজে
আলোক—হাসে,
সুবাস ছড়ায়ে গেল চলে
উজ্জ্বল আশে ;

আমি কোলে লয়ে ফুল,
পুলকে আকুল,
বসিয়া যে রহিনু আনমনা !

সকাল মোর যদি এল হেসে
ত্বরা কেন চলে গেল বল না !
শুখালো কুড়ানো কুসুমরাশি,
মোর মালাগাঁথা আর হ'ল না !

কত সুর কুড়ায়ে আনিনু
চিন্তা কাননে,
গাঁথিতে সুর বসিনু কত
ফুল্ল আননে ;

সুর-হার কেটে যায়
নিরুপায় হায় !
পাই আমি প্রাণে সুধু বেদনা !

হ'লনা,—হ'লনা গান গাওয়া,
আর গান গাওয়া মোর হ'লনা !
কত দিন এল, সবই গেল,
জাগায়ে আশার সুধু ছলনা !

১৬ই মাঘ, ১৩২৬

৭৭

এত দিনের জানা-শোনা ব্যর্থ কি আজ হ'বে!
এত গানের সুর-খেলা বৃথা নীরব র'বে!

অপরাধের নাই কি ক্ষমা
তোমার বিচার দ্বারে?
গল্‌বে নাকি হৃদয় তব
সজল আঁখির ধারে?
ভক্ত তোমার পা'বে ব্যথা এই কি সত্য ভবে!
দয়াল বলে' আজো তোমা ডাক্‌বে কেন তবে?

তেম্‌নি করে' আজও সূর্য্য
কর্‌ছে আলেক দান,
তেম্‌নি করে' আজও পাখী
গাইছে মধুর গান;
বদ্‌লে যদি আমি যাই আছেত আর সবে!
আমার প্রতি কেন তুমি নিদয় আজ হ'বে?

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩২

৭৮

এসেছে বাঁচনের আজ শক্ত দিন
হয়েছে শুষ্কজ্ঞানে আজ ভক্ত ক্ষীণ।
যুক্তি এসে জুটলো সাথে,
তর্ক এসে চাপ্‌লো মাথে,
সংশয় এসে ধর্‌লো হাতে,
মোরে চল্ল নিয়ে নিশিদিন।

তা'রা আকাশ সাগর ছেদন করে',
দেখায় কতই রত্ন সাম্নে ধরে';
পরে আমি বিশ্বে যখন দেখি ফিরে,
দেখি ফুল—ফুল, তৃণ—তৃণ;
সফাই-আঁখি আমি হই দৃষ্টিহীন!
এসেছে বাঁচনের আজ শক্ত দিন।

জগতের সকল হাসি,
মরম-ভেদী অশ্রুরাশি,
প্রাণের গান, মোহন বাঁশী,
মনে হয় সব অর্থহীন !

জ্ঞানে শ্রবণ যেন হয়েছে বধির,
ত্রাসে হৃদয় তাই হয়েছে অধীর ;
আজ আমার দোষে, ইচ্ছায় বিধির,
হই হায় আনন্দ-বিহীন !
হই আজ শুষ্কপ্রাণ, অতীব দীন ;
এসেছে বাঁচনের আজ শক্ত দিন।

২৭শে বৈশাখ, ১৩২৭

৭৯

কাঁটাপথ এই জ্ঞানের বনে
চল্‌তে বাজে চরণে ;
কোন্ দূরে আজ চাঁদের আলো
আঁধার ভাসে নয়নে।

ঘুরে ঘুরে, ফিরে ফিরে,
যতই চলি পথে,
তবু হায় পথ-শেষ
পাইনা কোন মতে ;
অন্ধকার এক গোলকধাঁদা
ঘিরে মায়ার বরণে !

নাহি ফুল, নাহি বাস.
নাহি পাখীর গান,
আছে যা' কেবল জ্ঞাণ,
নাইত তা'তে প্রাণ ;
জীবনকে আজ বাঁধ্‌তে গিয়ে
বাঁধ্‌ছি স্বধু মরণে !

ক্লান্ত, শেষে মনে মনে,
ভাবি যখন বসে',
করি পান কিছু যেন
তবু মধুর রসে,
বাজে তবু যেন মধুর কা'র
বীণাটি মোর স্মরণে !

১৯শে মাঘ, ১৩৩০

৮০

পাই না যদি দরশ' তব আঁখি কেন শুধু ঝরে !
প্রাণে যদি না পাই পরশ' বসে' কেন এত করে' !

যদি তুমি ফিরে নাহি চাও,
নাহি যদি শুন কথা,
মিছে মোর বীণাখানি সাধা,
মোর সব গান বৃথা ;
কেন তবে আর ভালোবাসি ফুলে ?
কেন গাঁথি মালা বসে তরুমূলে ?
কেন বা পাখী মধুরে গায় সারাটি সকাল ধরে' ?
গানেতে দেয় বিশ্বভুবন কেন বা পুলকে ভরে' ?

কতবার নিভে' যায় আলো,
ঘুরে' বেড়াই আঁধারে ;
আঁধার সনে শক্ত বাঁধনে
যেন জীবন বাঁধা রে !
কেন তবু এসে প্রভাতের হাসি
কেটে দেয় সব বিষাদের ফাঁসি ?
কুঞ্জে কাননে ফুটেছে হেরি কত ফুল থরে থরে !
কচি দুহাত তুলে' হাসে শিশু মায়ের বক্ষ 'পরে !

জগত জুড়ে' এত আনন্দ,
এত হাসি, এত গান,
আরাধনা-রত নয়নের
এত ভক্তি-অশ্রু-দান ;—
একি সব বৃথা ? একি সব মিছে ?
অর্থহীন ? নাহি কিছু এর পিছে ?
জীবনপাত্রে সঞ্চিত সুধা মরণ সুধুই হরে ?
মরণ রাজার বন্দী মোরা বইছি জীবন ডরে ?

তাত নয় ;—সত্য যে জীবন !
ওই শোন তান তা'রি ;
জীবনের অর্থ ছন্দে ছন্দে
কিবা উঠিছে ঝঙ্কারি' !
বহে নদী তাই ধুয়ে কূলে কূলে,
তাই, ফুটে ফুল, জুটে অলি ফুলে ;
অনন্তের পার থেকে তাই আসে গীতি হর্ষ-ভরে !
জীবন ছুটে মরণ টুটে' সৃজন করার তরে !

১৩ই আশ্বিন, ১৩২৭

৮১

অযতন কর্ব্বে করো,
তবুও চাই দরশন
দরশন পেলে চাই,
চরণ তব পরশন।

প্রাণে যতই বাসনা,
ততই তুমি আসোনা ;
কখনো বা হেসে আসি,'
কোথায় যে হর্ষে বাঁশী,
বাজাও তুমি গোপনে,
নিখিল মোর ভুবনে
এত করে খুঁজি আমি
পাগল মত কতক্ষণ ;
তবু হায় কোন মতে
পাইনা তব দরশন।

তোমার এত ছলনা,
আমার জানা ছিল না ;
এত করে সাধাসাধি
তবু তোমা' প্রাণে বাঁধি
হায় রাখতে পারি না ;
আমি তবুও ছাড়ি না ;
কান্না হাসি মাঝে খুঁজি
জীবন রহে যতক্ষণ ;
দরশন চাই তব
করেছি এই দৃঢ়পণ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

৮২

মানুষ আজ দুনিয়ার মালিক।
তা'র কবে জন্ম, বয়স কত,
কে জানে তা'র সন্ তারিখ ?

স্থলে তা'র রেলের গাড়ী,
জলে তা'র জাহাজ,
আকাশেতে পুষ্পকরথ
ছুট্‌ছে যেন বাজ ;
আজ সে রাজ-অধিরাজ,
এ কথা নয় অলীক্।

কলকব্জা দুনিয়া ছেয়ে
দিয়েছে তা'র আজ
কলদেবীর সর্ব্বনাশী
কি ভীম আঁওয়াজ !
কত ব্যস্ত, নানান্ কাজ,
হিসাবে হয়না ঠিক্।

জল, স্থল, পাতাল, স্বর্গ
এক করেছে সে যে,
চরাচরে বিজয় শঙ্খ
উঠেছে তা'র বেজে' ;
গরবে সে দেবতা সেজে,
দেবতাকে দেয় ধিক্।

২৫শে আশ্বিন, ১৩৩০
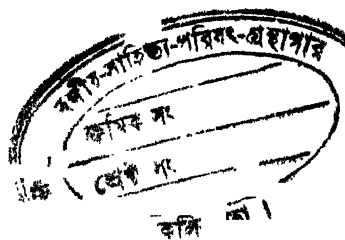
৮৩

এরা কারখানাতে বায়না দিয়ে
বানায় মনের কল ;
আর সব সভাতে ঘুরিয়ে চাবি
দেখায় কলের বল।

যত দিন ও চল্‌ছে ভালো,
চল্‌বে তত দিন,
রোদে, জলে ভালো চলে না ক,
ঝড়েতে হয় ক্ষীণ ;
দেখায় কত মতে কি কেরামতি
যখন যেমন চল্‌ ;
মরি সভ্যযুগের মন হয়েছে
মিস্ত্রীর হাতের ফল।

বড় বড় কারখানাতে
খাট্‌ছে কত জন,
পণ করেছে প্রতি বছর
বানাবে শত মন ;
কৌশলে একটা জান্‌লে যদি
জান্‌লে একটা দল ;
দেখ্‌বে বিচিত্রতার প্রাণলীলা
এতে অতীব বিরল।

রঙের কতই বাহার,
কতই তা'র শব্দ,
বা'র থেকে দেখ্‌লে-পর
বিস্ময়ে হবে স্তব্ধ ;
হৃদয় ভিতরে সেঁধুবে কি তা'র
আঁটা রয়েছে আগল ;
আবার চাতুরীতে ভরা কতক,
কতক বা ভরা ছল।

নিজের নিয়েই সকল,
গরবেতে গরম,
এরা করে বেশ নকল,
সেই সেরা ধরম ;
এরা লেবেল্ মেরে বিক্রয় করে
মনের যতই ফল ;
লাভের বাজার খুঁজে সারা হয়
সকল যুগ ও পল।

১৯শে মাঘ, ১৩৩০

৮৪

এম্নি করে সুখে দুখে কাটিয়ে যাওয়া দিন,
আলো মাঝে হাসি খেলা, ঘোর অন্ধকারে লীন।

ফুটে উঠে কুসুম বনের
কখন ঝরে যায়,
পথহারা সুবাস সুখের
অচিন্ পথে ধায় ;
হায় দেখেনা কেউ রূপের হাসি !
সুধু আপন পুলক পরকাশি'
কালের কোলে হেসে হেসে শুখিয়ে হয় ক্ষীণ ;
দুদিনের তরে জীবন নয়ত মোটে হীন।

এও এক মস্ত ইতিহাস,
এও মস্ত লড়াই ;
এই দুখ-কান্না, প্রীতি-হাস,
বল, এতে কি নাই ?
এতে হৃদয় রাজ্য ভাঙ্‌ছে কত,
কত ভাঙা হৃদয় জুড়্‌ছে শত ;
জীবনমাঝে বিকশিছে—মানব, লতা, তৃণ ;
দুদিনের তরে জীবন নয়ত মোটে হীন।

যে অন্তরেতে দেখ্‌তে পারে
দেখ্‌ছে সুধুই সে,
জানে পাগল কতই ধারে
ঝর্‌ছে মধু কিসে ;
সুধু ডুব দিয়ে সে নিখিল প্রাণে,
তুলে অরূপরত্ন রূপের ধ্যানে ;
বাজ্‌ছে শুনে সঙ্গোপনে মোহন এক বীণ্‌ ;
নিখিল মাঝে নাহি কিছু হয় যা' চোখে হীন।

২৯শে ভাদ্র, ১৩৩১

৮৫

কেন ভয় ? কেন ভাবনা ?
তা'রে পাইনি ব'লে কি পা'বনা ?

কেঁদেছি বলে কি স্বধুই কাঁদিব ?
নয়নের জলে ডুবিয়া রহিব
বহেছি বলে কি স্বধুই বহিব
দুঃসহ নির্ম্মম যাতনা ?
তা'রে পাইনি বলে কি পা'ব না ?

শত দিনের এ সঞ্চিত পিপাসা,
আমার হৃদয়-ভরা ভালোবাসা,
আমার এই জীবন-ভরা আশা,
বিফল কি সব সাধনা ?
তা'রে পাই নি বলে কি পা'ব না ?

কেঁদেছি—কাঁদিব, যাতনা সহিব,
বিরহের ব্যথা অন্তরে বহিব ;
শয়নে, স্বপনে তবুও স্মরিব ;
অন্য কিছু আর চা'ব না ;
তা'রে পাইনি বলে কি পা'ব না ?

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩১

৮৬

পরের উপর অত্যাচারে আইন দেয় কয়েদ ঠেলে।
নিজের উপর অত্যাচারে যেতেই হয় রোগের জেলে।

লেখা আইন রাজার আইন,
অলেখা আছে অনেক আইন ;
লেখা আইন দেহের উপর শাস্তি দেয় কলেতে ফেলে।
অলেখা আইন শাস্তি দেয় মনের তীব্র আগুন জ্বেলে।

কূট তর্কে আর টাকার জোরে,
অনেক আইন হয়ত ঘোরে ;
চলে না ফাঁকি দেওয়া কিন্তু মনের বিচার ঘরে এলে ;
বিষের জ্বালায় মরে পাপী হানে যখন বিবেক শেলে।

ভাই, একদিকে ঠকাবে যত,
তুমি অন্যদিকে ঠক্‌বে তত ;
তুমি নিজেরে ছল্‌ছ নিজে, ভাব্‌ছ যত চালাক ছেলে।
ঠকিয়ে তুমি ভাব্‌ছ জয়ী,—নিজের মাথা নিজেই খেলে!

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৫

৮৭

আজ একি ধারা তুনিয়ার !
জ্ঞানের ঘরে ভাবের চুরি,
ভাবে ফাঁকি তুর্নিবার !

আজ শিষ্টাচারের মিষ্ট কথায়
তুষ্ট ফণীর দংশনে,
বড় ত্রস্ত বিভল সমস্ত মন
সংশয়েরই অঙ্কনে !
প্রাণের দ্বারে কবাট এঁটে
খোলে বাহিরে বাহার !

আজ শেষ-হীন বিষময় দ্বেষ
সভ্যদেশের দেবতা,
পড়ে খাঁটি-কপটতা-পাঠশালে
নব্য যুগের সভ্যতা ;
বিদ্যা ও বুদ্ধি স্বার্থ সিদ্ধির
কৌশল চমৎকার !

৩০শে ফাল্গুন ১৩২৮

৮৮

অহঙ্কারের উচ্চশিরে আগে পড়ে ঘৃণার বাজ ;
বিনয়-নম্র-শান্ত-শিরে পরে চির প্রীতির তাজ।

সবার সাথে মিলন যাহার,
সবার প্রাণে আসন তাহার ;
সবার সেরা অহঙ্কারী মনে করে সবার রাজ ;
আপন মনে চকিত কল্পনা,
নিয়ত করে সে কত রচনা ;
জড়িত হ'য়ে তা'রি জালে শেষে পায় অশেষ লাজ ;
অহঙ্কারের উচ্চ শিরে আগে পড়ে ঘৃণার বাজ।

দীনের দৈন্য ও দুখীর দুখ,
উপেক্ষা করে পাবে না সুখ ;
তা'দের সাথে রোদ্রে জলে কর্ত্তে হবে তোমায় কাজ ;
সবার সুখে পাবে তুমি সুখ,
সবার দুখে রহে তব দুখ,
তুমি নও সবা ছাড়া,—কেন তবে হেন গর্ব্বিত সাজ ?
অহঙ্কারের উচ্চশিরে আগে পড়ে ঘৃণার বাজ।

৭২ আষাঢ় ১৩২৪

৮৯

দিন দুপুরে আকাশ জুড়ে
মেঘে মেঘে লড়াই করে ;
নিঝুম আঁধার নামে ধীরে
গর্জ্জমান বাজের ডরে।

হুড়্ হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ দুড়্
মেঘের দাপাদাপি,
কড়্ কড়্ কড়্ কড়াৎ কড়াৎ
মেঘের ঝাঁপাঝাঁপি ;
চম্‌কে ওঠে আলোকহারা
পাখিগুলি ডালের 'পরে।
নিঝুম আঁধার নামে আরো
ঘন হয়ে সকল ঘরে !

ঝপ্ ঝপাঝপ্ ঝপ্ ঝপাঝপ্
বৃষ্টি পড়ে চেপে,
কল্ কল্ কল্ ঝপাৎ ঝপাৎ
ছোটে জল ফেঁপে ;
অবাক্ শিশু বাইরে দেখে
ভয়ে গলা মায়ের ধোরে !
দিন দুপুরে আকাশ জুড়ে
মেঘে মেঘে লড়াই করে।

সাঁই সাঁই সাঁই পাগ্‌লা হাওয়া
ছুট্‌ছে এলোমেলো,
ছিঁড়ে দিয়ে ফুল, লতা পাতা আর
ছড়িয়ে এলো খেলো ;
উদাস একা মন্‌টি যেন
ওঠে কেঁদে কাহার তরে।
নিঝুম আঁধার নামে আরো
ঘন হয়ে বিজন ঘরে।

নিখিল-ছাওয়া এ প্রাণ-মাতানো
সুগভীর সঙ্গীতে,
বায়ুর মেঘের আকুল পাগল
এ নাচার ভঙ্গিতে,
কাহার দরশ' আনে তানে
এ প্রাণের জ্ঞানের ঘরে !
দিন দুপুরে আকাশ জুড়ে
মেঘে মেঘে লড়াই করে।

১২ আশ্বিন ১৩২৭

৯০

তাঁ'র করুণার নাই সীমা
এ যে স্বতঃই প্রকাশ !
তাঁ'র মেখে মধু মধুরিমা
ওই হাস্‌ছে আকাশ !

বেঁচে আছ তাঁ'রই দয়ায়.
তিনি যে সবারই সহায় ;
তাঁ'র করুণায় শ্যামল ধরা ;
নিচ্ছ তাঁ'রই বাতাস !

তাঁ'রই মেঘের জলে-ভরা
ওই নদী কূলে কূলে ;
সকল ভ্রমর মধু খায়
উড়ে তাঁর ফুলে ফুলে !
সূর্য্যে তিনি আলো,—রাতে আঁধার,
তিনি ফুলেতে সুবাস !

১৩ই ফাল্গুন ১৩৩২

৯১

আঁধার এসে নাম্‌ল আজি
পূর্ণিমার রাতে ;
হান্‌ল বৃষ্টি ধরার বুকে
ত্বনিবার ঘাতে।

মেঘের মাদল উঠ্‌ল বেজে,
মাত্‌লো মহেশ পাগ্‌লা সেজে ,
ভাঙ্‌ল ডাল, ছিঁড়্‌ল পাতা
অবিচার হাতে ;
মাতন শেষে পাইগো যেন
সুবিচার প্রাতে।

পাগ্‌লা হাওয়া ছুট্‌ছে বেগে,
বাজের আগুন ছুট্‌ছে রেগে ;
ঝর্‌ছে জল, লড়্‌ছে রোষে,
ঘূর্ণি তা'র সাথে ;
চাঁদ ও তারা ছুট্‌কে গেল
ঝটিকার লাথে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

৯২

বসন্তের আজ ছুট্‌লো হাওয়া,
টুট্‌লো সকল শীত ;
আকুল-পুলক-পরশ-পাওয়া
গাইল কোকিল গীত !

গোপন বেদন তবু কেন
আজও আমার প্রাণে ?
মোহন হরষ আনে হেন
দরদ সুধার তানে !

বাহিরে আজ এত হাসি,
নয়নে তবু অশ্রুরাশি !
হে সুন্দর, আজ্‌কে তোমার
একি লীলা বিপরীত ।
কি রহস্যে গভীর মিশিয়ে দাও
অমঙ্গল আর হিত ।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২

৯৩

দুখ আমার,—সেই যে ছিল ভালো,
অশ্রু আমার সেই যে ছিল প্রিয় ;
সুখ আমার—দুঃসহ নিরদয়,
হাসি আমার ফিরিয়ে তুমি নিও !

ব্যথা আমার সঞ্চিত সুখ,
সাত রাজার ধন মানিক ;
সুখ আমার—বঞ্চিত দুখ,
হীন গরব আনে খানিক ;
আঁধার-আনা চাই না সুখ আর,
আলো-ভরা দুখই আমায় দিও !
সে যে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় !

তো'মায় যা'তে খুইয়ে বসি
কাজ কি আমার সেই কাজে ?
অন্তরে হেনো বেদন-অসি,
অথবা দিও কঠিন লাজে ;
চির গোপন, এ প্রাণে চির বসি'
তুমি আমার প্রাণের সুধা পিও !
ওগো আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় !

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২

৯৪

সকল বেলা ফুরিয়ে গেলেও, খেলার তবু শেষ হ'বে না ;
আঁধার পারে ফুট্‌বে আলোক, পেছিয়ে পড়ে' কেউ র'বেনা !

মরণ বলে' ভাব্‌ছ যারে মরণ সে ত নয়,
বরণ করে কর্‌রে সে যে সকল মৃত্যু জয় ;
পথের ধারে বস্‌লে হতাশ কথাও ডেকে কেউ ক'বে না ;
তোমার বোঝা ফেল্‌বে কোথায়, মাথায় তুলে' কেউ ল'বে না।

সকল বাঁশী থেমে গেলেও, বাজ্‌বে তবু সুর ;
হাতে-পাওয়া দেখিয়ে দেবে পাওয়া কত দূর ;—
সেই ঠিকানা গভীর রাতের আঁধার বাধা আর স'বে না ;
আপন চালে চল্‌বে সবাই পেছিয়ে পড়ে' কেউ র'বে না।

১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩২

৯৫

সেই নিভৃতে—সেই নিরজনে,
সেই আঁধার-আলোক-জড়িত-শ্যামল-শান্ত-উপবনে,
তোমার আমার হয়েছে মিলন,—
সেই শুভ গোধূলি লগনে !

ঘুমঘোরে আকুল লতা পড়েছিল ঢলে',
তরু তা'রে সোহাগ-ভরে ধরেছিল গলে' ;
তুমি আর আমি মুখোমুখি বসে'
দেখেছি দুজনে ;
তুমি তোমার উজল কোমল দুবাহু দিয়ে
আমার জীবনখানি ফেলেছিলে ছেয়ে
অভয়-সরস-আলিঙ্গনে ;—
সেই শুভ গোধূলি লগনে !

আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগ্রত যতেক ফুল,
আধ-আঁখি মেলি' চেয়েছিল হর্ষে আকুল ;
ভ্রমরা ফুলের দিয়েছিল গালে
নীরব চুম্বনে ;
তুমি তোমার নীরব মধুর সুরটি ধরে'
বেঁধে দিলে নিখিল সাথে প্রেমের ডোরে
প্রাণে প্রাণে কতই যতনে ;—
সেই শুভ গোধূলি লগনে !

২রা বৈশাখ, ১৩২৫

৯৬

আনন্দের বীথি ধরে' করিলে গমন
দূরে এক শান্তি-কুঞ্জ করিবে দর্শন।

সেথায় বাঁশীর তান
শীতল করিবে প্রাণ,
প্রকৃতির সুধাস্বাদ অতি বিমোহন ;
জীবনে দেখিবে এক নূতন জীবন !
কুসুম হাসিবে যত,
তুমিও হাসিবে তত ;
কুসুম-সুগন্ধ-স্রোতে সুখসন্তরণ !
সেথায় মাধুর্য্য সুধু সুখবরিষণ !

লতিকা পড়িবে ঢলে',
দেবে ঢেলে' ফুলে ফলে ;
কে তুমি, কোথায় তুমি, হ'বে বিস্মরণ ;
দেখিবে নিভৃত কুঞ্জে হৃদয় রতন !
এ বিশ্ব, হৃদয় আর,
হয়ে যাবে একাকার ;
নিখিল ভুবনে সুধু দেখিবে মিলন !
ফুটন্ত জীবনময় আনন্দ যৌবন !

৫ই ভাদ্র, ১৩২৩

৯৭

লালে নীলে মিশিয়ে গে'ছে
সুনীল গগন কোলে ;
মেঘের মালা আলো গলে
মোহন উজল দোলে।

আকুল-পুলক-পাগল-হাওয়া
নাচিয়ে পল্লব, দুলিয়ে ছাওয়া,
শ্যামল মাঠে সচকিত
ছুট্‌ছে পাখীর বোলে ;
সকল দুখ, চিন্তারাশি,
মন্‌টি আমার ভোলে।

অচিন্ মতন মুখখানি কা'র
ঝাপ্সা উজল এ প্রাণে আমার
আস্‌ছে নেমে অতর্কিত
প্রেম-আনন্দ-হিন্দোলে !
বিচ্ছুরিছে রঙীন্ হাসি
কল-কল্লোল-হিল্লোলে !

এম্নি, দিনের শেষে, সাঁঝের আগে,
সুধু তাঁ'র ছবি মোর মনে জাগে
যাঁ'র অতুল প্রেমে, রূপে,
সকল বাঁধন খোলে !
চরণতলে পরাণখানি
লুটিয়ে পড়ে ঢোলে !

৫ই আশ্বিন, ১৩২৭

৯৮

এক ঘেয়ে চলেছে জীবন ;
চিরদিন একরূপ,—অথচ নূতন !
সেই কান্না, সেই হাসি,
সেই ভালোবাসাবাসি,
সেই মুক্তি ও বন্ধন একই ধরণ ;
একরূপ চিরদিন,—অথচ নূতন !
চাঁদ, ফুল, তারা দেখে'
ভাসে হাসি দুই চোখে,
কতবার পুলকিত হয় মুগ্ধমন ;
একরূপ চিরদিন—অথচ নূতন!

কালো মেঘ নিরখিয়া,
অন্ধকারে শিহরিয়া
কাঁদিয়া যে উঠে হিয়া, শঙ্কিত চরণ ;
একরূপ চিরদিন,—অথচ নূতন !
প্রাণে যাঁর অনুভব
বহুদিন তাঁর রব
নীরবে নির্জ্জনে মোর শুনেছে শ্রবণ ;
চিরদিন একরূপ,—নহে পুরাতন !

আবার প্রাণের মাঝে
সহসা মধুরে বাজে
কত ব্যথা, কত সুখ, নহে পুরাতন ;
কত ছন্দ, কত গান, অজানা নূতন !
আকাশ সাগর আর
তা'দের উদার তার
যা দিয়ে গভীর রাগ তুলিছে মোহন ;
মিলাইছে মহানন্দে জীবন মরণ !

৩রা পৌষ, ১৩২৬

৯৯

ফুল ফুটে' আজ হাস্‌ছে কেমন প্রভাত কাননে !
রূপের তড়িত্‌ খেল্‌ছে মধুর মধুর আননে !

কিরণপাখা মেলিয়ে পবন সুবাসমাখা অঙ্গে,
ফুর্‌ ফুর্‌ ফুর্‌ উড়্‌ছে কেমন মনোমোহন রঙ্গে ;
তা'র সরস-তরল-পরশন হৃদয়-আসনে
ঠাঁই নিয়েছে অনাহূত, মানেনি কোনই বারণে !

পুলকভরা, বিষাদহরা, শ্যামলবসনপরা,
মেতেছে শুভ-নবীন জাগরণে নিখিল এ ধরা ;
গগন-ছাওয়া পাখীর গানে তুলে সুধা তুফানে !
কোন শাসন নাই এ ভবে বিনা প্রেমের শাসনে !

২৮শে ভাদ্র, ১৩২৫

১০০

মরণ সাগর মথন করে' ছুট্‌ছে জীবন সুধার ধার,
নীরস উষর সরস করে' উজল শ্যামল দু'ধার তা'র।

লতায়, পাতায়, ফুলে ফুলে
প্রাণের পুলক স্পন্দনে,
তুল্‌ছে মোহন ঐক্যতানে
জীবনদেবের বন্দনে ;
নীলাকাশের মহানীলে,
মধুমাসের মন্দানিলে,
মহোৎসবের আহ্বানে আজ
খুল্‌ছে দেবের কৃপার দ্বার ;
মরণ সাগর মথন করে' ছুট্‌ছে জীবন সুধার ধার।

উজল আলোক হাসি নিয়ে
ছুট্‌ছে উধাও চৌদিকে,
পুলক পাগল করে' যেন
দেখিয়ে মোহন ভৌতিকে ;
শত হাসির তরঙ্গেতে,
সব প্রাণেতে ও অঙ্গেতে,
একই চকিত কোমল ভাবে
দেয় ঘা প্রেমের উদার তার ;
মরণ-সাগর মথন করে' ছুট্‌ছ জীবন সুধার ধার।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

১০১

সকল কাজের মাঝে যদি
না পাই আমি দেখা তোমার,
শত জয়ের মাঝে আমার
তবেই হ'ল সখা তো হার।

শত দিনে, শত রাতে,
নিদ্রা, জাগরণে,
কত স্বপ্নে, কত কর্ম্মে,
আশা-আগমনে,
জীবনের কত সত্য তারা সম ফুটে'
আলোক বিতরি' গেল মহাশূন্যে ছুটে';

স্থধু তুমি নিখিলের
অন্তরের অন্তরের
বাজা'লে ঐ যে ত্রিকাল-জয়ী
জীবনের সকরুণ তার,
এ প্রাণের পরতে পরতে
সনাতন পরশ তাহার।

জগতের চিত্রাগারে
চিত্রে চিত্রে নব,
ফলিত কতই বর্ণে
একবর্ণে তব,
তুলিছে মোহন এক প্রাণময় তান ;
যে তানে উঠিছে চির কবিদের গান,
ফুটিছে কমল কলি,
জুটিছে প্রমত্ত অলি,
জগত চলিছে তালে তালে
কতই ভেদি' আলো আঁধার ;
মোদের করম তরঙ্গিয়া
বহিছে তোমার পারাবার।

শান্ত ধীর চিত্তখানি
কর্ম্ম-আগমনে,
ধ্যানরত পুলকিত
'কর্ম্ম-অবসানে,
তোমার চরণে তুলে' দিই ফুল মত ;
টুটে' যাক্ আমার ভঙ্গুর ভুল যত ;
অসীম আনন্দরাশি,
তরল আলোকে আসি'
ভাসিত করুক চিরদিন
প্রেম-প্রিয় পরাণ আমার ;
শতেক কাজে, তোমার মাঝে,
মোর বিকশিছে এ সংসার

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

১০২

তুমি কেমন করে' চালিয়ে নে'যাও কোন্ কাজে কোন্ খানে,
আমি অনেক করে জান্‌তে গে'জানি, তোমারি মন জানে।

রবি যখন বিদায় বেশে
আকাশের নীলে লালে লুকিয়ে পড়ে আঁধার করে,'
আমি তখন দিনের শেষে
কতবার খাই চোবন এলো মেলো ভাব-লহরে!
হাঁপিয়ে উঠি হই যে সারা,
পাইনা খুঁজে কূল-কিনারা;
তবু তা'রি মাঝে আকুল প্রাণে শুনি তোমার প্রসাদ-গানে।

তোমার বাঁশরী উঠে বেজে';
কতই ফুটে ফুল, গাহে পাখী, উঠে সবাই জেগে';
হাসে বিশ্ব নব সাজে সেজে,'
নদী গান গেয়ে বয় বুক ফুলিয়ে পুলক-বেগে;
কতই নৃত্য, কতই রঙ্গ,
অবাধ তা'র তরঙ্গ ভঙ্গ;
খেলে এক তোমারি ইচ্ছা সনাতনী সব তানে, সব প্রাণে।

১০ই চৈত্র, ১৩২৭

১০৩

সবই ঠিক তেম্‌নি আছে,
কেবল বদ্‌লে গেছে মনটি ;
আলোর উদাস খেলা ছেড়ে,'
এখন আগ্‌লে আছ কোণটি ।

চোখ্‌টি তোমার সেইত আছে,
কেবল বদ্‌লে গে'ছে দিষ্টি ;
আপন নিয়ে সামাল্‌ সামাল্‌,
স্থধু আপনারি সব মিষ্টি ;
মিশ্‌বে না ক সবার সাথে
তুমি এই করেছ গো, পণটি ;
কইবে না ক কা'রও কাছে
তোমার মনের সে গোপনটি ।

আকাশ পাতাল ভাবো কি ভাই ?
ধোঁয়া ভাব্‌না সকল ফাঁকি ;
ছুট্‌ছ যতই নানান্‌ দিকে,
তত পড়্‌ছে জমার বাকি ;
পাওনা-মাঝে কত হারায়
চির প্রাণের প্রিয় সে ধনটি ;
কত যুগের সাগর-ছেঁচা
সে আঁধারে আলোক রতনটি !

৮ই ভাদ্র, ১৩৩১

১০৪

আষাঢ় আকাশ মেঘের রথে
এলে প্রাণের প্রিয়
প্রাণের দ্বারে !
নিঝুম গোপন আঁধার পথে
এলে মোহন তুমি
বাদল-ধারে !

তৃষিত আঁধার গাছের ছায়া
মিশিয়ে মধুর নিবিড় করে,
শিথিল সজল মেঘের কায়া
সলাজ আঁধার জড়িয়ে ধরে ;
শীতল পবন মৃদুল চলে
হিমে-ভেজা ফুলের
সুবাস ভারে !
নিঝুম গোপন আঁধার পথে
এলে মোহন তুমি
বাদল-ধারে !

সকল আলোক পড়্‌ল ঢাকা
আজ অন্ধকারের অন্তরালে,
ব্যথার বেদন গোপন-রাখা
হ'ল মধুর তব ইন্দ্রজালে ;
নিশীথ ভুবন মুগ্ধ পরশ
পে'ল সরস তব
আঁধার হারে !
নিঝুম গোপন আঁধার পথে
এলে মোহন তুমি
বাদল-ধারে !

৩০শে আষাঢ়, ১৩৩০

১০৫

সুখের সাগর-তীরে বসে' আছি আমি !
কোথা তরী, আনো তরী, পারে যাব স্বামি !
তব সাথে এত দূরে,
এসেছি এসেছি চলে,
যাবনা, যাবনা ফিরে,
যেওনা, যেওনা ছলে' ;
আনো প্রভু, দয়া করে, আনো তরী তুমি !
কোথা তরী মিলে আমি জানি নাত স্বামি !

দিয়েছিলে তুমি আশা
লয়ে যাবে পরদেশে,
যাব আমি, তাই আসা,
পথিকের দীন বেশে ;
এখন নিদয় যেন হোয়োনাক তুমি !
লয়ে চল, প্রাণ সখা, হে অন্তরযামি !

হেথা আর কারাবাসে,
রেখো নাগো পায়ে ধরি,
লয়ে চল নিজ বাসে
লয়ে চল দয়া করি ;
আনিয়াছ নিজ গুণে এত দূরে তুমি !
লয়ে চল পরপারে প্রিয়তম স্বামি !

কোথা তরী এনে দাও,
এনে দাও, কোথা তরী,
পায়ে ধরি, ওগো যাও,
এনে দাও, পায়ে ধরি ;
এত দিন মোর কথা শুনেছ ত তুমি !
আজ কেন অকরুণ হও প্রাণ-স্বামি !

ওগো, তুমি প্রাণময়,
কেন ব্যথা প্রাণে দাও ?
ওগো, তুমি প্রেমময়,
করুণা নয়নে চাও !
তোমারি চরণতীরে বসে চির আমি !
ছলনা কোরো না আর হে হৃদয়-স্বামি !

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

১০৬

হে আমার প্রিয়,
দিও করুণা তোমার দিও।

সবই ত তুমি জান,
প্রাণ ভুলে থাকে কেন ;
তুমিই ত ভুলায়ে রাখ,
তুমিই ত আড়ালে থাক,
তুমিই ত কর অন্ধ,
তুমিই ত দাও আলো ;
তুমিই ত দাও মন্দ,
তুমিই ত দাও ভালো ;
তুমি, হৃদয়ের বাহিরে,
তুমি, হৃদয়ের মাঝারে ;
মোর হৃদয়ের মধু পিও,
তুমি, হৃদয়ের মধু পিও,
হে আমার প্রিয়,
দিও, করুণা তোমার দিও।

ক্ষণিকের খেলা ঘরে,
খেলি যেন প্রাণ ভরে' ;
এ ত তোমারি খেলা ঘর ;
তুমি আমারি,—নও পর ;
দেছ তুমি মোরে প্রাণ,
আমি, স্বধু তোমারই ;
দেছ তুমি হাসি, গান,
তুমি, চির আমারই ;
তুমি ক্ষমা, তুমি হর্ষ ;
তুমি, চির-মধুর-স্পর্শ ;
মোরে চিরদিন প্রেম দিও,
তুমি চিরদিন প্রেম নিও ;
হে আমার প্রিয়,
দিও, করুণা তোমার দিও।

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৫

১০৭

জীবন, যদি স্বপ্ন শুধুই,—সত্য কা'রে কই ?
মরণ, যদি নিদ্রা নিতুই,—নয় মিথ্যা বই !

ফুলের হাসি, পাখীর গান,
সুরের খেলা, আলোর দান,—
বিরাট ভাণ ;
তিলেক নাই কিছুতে প্রাণ ;
আশায় মোরা বুকটি বেঁধে, কেন বেঁচে রই ?
বেদনভারে বিনত শির কেন বৃথা হই ?

কিছার যুদ্ধ,—মিছার শক্তি !
আবার পূজা ? বৃথার ভক্তি !
নাইক মুক্তি !
অসার জ্ঞান,—মিথ্যার যুক্তি ;
আকুল ঘোর ভীম পাথার—কোথা পাই থই ?
কাণ্ডারী নাই, আশ্রয় কা'র আজ আমি লই !

২রা বৈশাখ, ১৩২৫

১০৮

মনের ব্যথা গোপন করে কতদিন আর রাখি !
চাপ্‌বে কতই অশ্রু আবেগ শ্রান্ত পাতায় আঁখি !

অগ্নিশিখা রাখ্‌ব কত বুকের মাঝে আর ?
শুখিয়ে গেছে সান্ত্বনার শান্তিসুধার ধার !
জ্বলে যে যাই,—আর পারি নে,
লজ্জা কিছুই আর মানি নে ;
গাছের ডালে পুলক আকুল উঠ্‌ল গেয়ে পাখী !
ওগো, কেমন করে থাকি !
মনের কথা গোপন করে' কত দিন আর রাখি !

বল্‌তে গেলে ব্যথার কথা শুনে না যে কেউ,
ব্যথা ঠেলে তাইত বহে অপমানের ঢেউ ;
বিশ্বভুবন কি অকরুণ !
কঠিন প্রাণ,—কি নিদারুণ !
কৃপাময়ের পূজায় কেবল উঠ্‌ছে ভরে' ফাঁকি !
ওগো, কেমন করে থাকি !
শীতল হ'ক তপ্ত হৃদয়,—ঝরুক আমার আঁখি !

১২ই আশ্বিন ১৩২৭

১০৯

অন্ধকারে কর্‌ছে আলোক গ্রাস।
কেমন করে ফুট্‌বে মুকুল
ছুট্‌বে মোহন হাস!

পূতিগন্ধময় প্রাণহীন
নিয়ে অলস আচার,
ধর্ম্মবলে' আজো নিঃস্ব দীন
দিচ্ছে খেয়ালে বাহার;
ছুঁয়োনা তফাৎ থাকো;
অস্পৃশ্যরে দূরে রাখো;
মান, অভিমান, বৃথা গরব
পরায় গলায় ফাঁস।
অন্ধকারে কর্‌ছে আলোক গ্রাস।

পর নিন্দা, পর চর্চ্চা আর
শাঠ্য, ধপ্পাবাজী আজ
হয়েছে হায় কণ্ঠের হার,
মাথার মোহন তাজ ;
খাঁটি সোনা অবহেলে
এরা হেসে দেয় ফেলে,
মেকী সোণার হারিয়ে যাবার
প্রাণেতে এদের ত্রাস।
অন্ধকারে কর্‌ছে আলোক গ্রাস।

সহজ সরল সত্য যত
ক্ষুদ্র সে সব, শুনে কে ?
এরা কর্ব্বে নাক সোজা মত,
করে যে সব অনেকে ;
পাকিয়ে জটিল কর্ব্বে,
গোঁ নিয়ে না হয় মর্ব্বে ;
উদ্‌ঘুটে আর কুট্‌কচালে
কর্‌বে বিধান চাষ।
অন্ধকারে কর্‌ছে আলোক গ্রাস।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২

১১০

পুরো একটি বছর পরে এল দখিন হাওয়া,
যাবে আবার প্রাণের ঘরে সেই অচিন্ পাওয়া।
গাছের পাকা পাকা পাতা পড়ল ঝরে,
লতা কচি সবুজ রঙে উঠল ভরে ;
নব যৌবনে
ফুলে ফুলে তরু লতা জাগে ঐ বনে ;
এম্নি দিনে যাক্ টুটে আজ খেলো মলিন চাওয়া।
পুরো একটি বছর পরে এল দখিন হাওয়া।
ফুলের হাসে হাসে বন হল্ উজল,
তাদের নানা রঙে মন হল বিভল;
এল আনন্দ,
ছুট্‌ল ফুলের স্নিগ্ধ পাগল গন্ধ ;
কোকিল তার ধরেছে গান চির-নবীন-গাওয়া।
পুরো একটি বছর পরে এল দখিন হাওয়া।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২

১১১

প্রথমটা আজ পাওয়া হলেও শেষটা হয়নি পাওয়া ;
কতকটা গান গাওয়া হলেও সবটা হয়নি গাওয়া ।

এত হাসি যার আভাসে
কত আলো তার প্রকাশে !
নয়ত ভ্রমে কতই শ্রমে,
বার করেছি খনি ;
চাই তাহারি মণি ;
তা'না হলে কাজ গভীর হলেও অলস সকল চাওয়া ।
প্রথমটা আজ পাওয়া হলেও শেষটা হয়নি পাওয়া ।

এত আয়োজন কিসের ?
সব প্রয়োজন মিছের !
স্থধু ভাবনা,—নয় সাধনা ;
না যদি পেলে রত্ন,
হয়নি করা যত্ন ;
প্রাণ দিয়ে স্থখে অমর মলেও জীবন পথেই যাওয়া ।
কতকটা গান গাওয়া হলেও সবটা হয়নি গাওয়া ।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩১

১১২

আমার প্রাণের মাঝে খেল্‌ছ যত
হে জীবন-দেবতা,
ততই চোখের জলে হাসিতে মোর
হয় প্রিয় একতা !

সকল ব্যথা ফুলের মত ফুটে উঠে প্রেমে,
স্বরগ হ'তে হৃদয়ে মোর হর্ষ আসে নেমে ;
দেখি জীবন মরণ তোমার মাঝে
পায় চির সমতা !

আশীষ দিয়ে ময়লা যত ধুয়ে তুমি দাও,
ততই মোরে দানের তব যোগ্য করে নাও ;
অনুতাপে, দুঃখে, ক্ষোভে কোমল প্রাণে
দাও ভরে ক্ষমতা !

৩২শে আষাঢ় ১৩৩২

১১৩

নীলাকাশের সব খানিতে মধুর হাসি মাখানো !
হাসির মাঝে আনন্দময়, তোমারি মুখ লুকানো !

জীবন পথে বেড়াই ঘুরে তোমায় পা'ব বলে,'
নানান্ ছলে কেবল ছলে' তুমি যে যাও চলে' ;
সকালে দেখেছি ফুলে
নদীর শ্যামল কূলে,
কাজের বাঁধনে বাঁধা এতক্ষণ ছিনু ভুলে' ;
তুমি আমার এস হৃদয়ে এস গো আঁখি-জুড়ানো !
হাসির মাঝে আনন্দময়, তোমারি মুখ লুকানো !

পড়েছে তব ছড়ায়ে রূপ শ্যামল ওই বনে,
শ্যামসুন্দর, নিয়েছ কেড়ে সকল হৃদি মনে !
পাখী তাই তুলে গান,
করে ফুল মধু দান,
কতই রকমে তুমি মুগ্ধ কর ক্ষুব্ধ প্রাণ ;
এস আমার জীবনদেব, সকল জ্বালা জুড়ানো !
হাসির মাঝে আনন্দময়, তোমারি মুখ লুকানো !

৩২শে আষাঢ়, ১৩৩২

১১৪

তোমারেই পা'ব ব'লে সকল আমার সাধনা,
কান্নাহাসি যাহা দাও তোমায় পা'বার বাসনা।

নদী, পাহাড়, সাগর, আকাশ,
তোমারি দেয় মহান্ আভাস ;
যে দিকে চাই, যা' কিছু পাই,
এনে দেয় দিনরাত তোমার সুধুই ভাবনা ;
সবমাঝে, মহানন্দে, আমি ভুলে' যাই আপনা।

মনের মাঝে হোমের আগুন,
জ্ঞানের ঘৃতে জ্বালাও দ্বিগুণ ;
ছার অশান্তি, সকল ভ্রান্তি,
জ্বলে যাক্, পুড়ে যাক্, যত তুচ্ছ ক্ষুদ্র কামনা ;
তোমা ছাড়া যাহা কিছু বাতুল মতন চা'ব না।

৩২শে আষাঢ়, ১৩৩২

১১৫

দুখের পারে গে'ছে যে জন,
ভুলে' সে যায় দুখ বেদন ;
বুঝাতে হয় কান্না কেমন,
হারিয়ে ফেলে সত্য চেতন।

আপন সুখে আপন-হারা,
হাসির মোহে পাগল-পারা ;
গর্ব্ব-সবল-হর্ষ-আকুল
উড়িয়ে চলে জয়-কেতন ;
ধার ধারে না কোন লোকের,
আপ্‌নি সব্‌ বড় সে জন।

দুর্ব্বল ভীরু তা'রই কাছে,
করুণা শত কেবল যাচে,
প্রশংসা আর খেতাব দিয়ে,
ক'রে তা'রই পদ-লেহন ;
সত্য-সবল হেলায় হেসে'
ক'রে তাদের মুণ্ড ছেদন।

৫ই আশ্বিন, ১৩৩২

১১৬

কঠিন দুখের মাঝে একি কোমল পরশ গো!
মলিন বিষাদ মাঝে একি উজল হরষ গো!

একি তোমার করুণা!
অনাহূতের মত এসে,
মন ভুলানো হাসি হেসে,
বিলাও একি সান্ত্বনা!
আমার দুখ-নীরব প্রাণে,
তোমার শান্তি-বারির দানে,
এই জীবনখানি ধন্য কর, কর সরস গো!
কঠিন দুখের মাঝে একি কোমল পরশ গো!

আবার হাসি আনন্দে;
পূর্ণ ক'রে সকল প্রাণ,
পাখীরা গায় হর্ষ-গান,
নিত্য নূতন স্বচ্ছন্দে;
শুখিয়ে যায় চোখের জল,
প্রাণেতে পাই নবীন বল;
এই ধরাতে আবার তোমার পাই দরশ গো!
আমার বিষাদ মাঝে একি তোমার হরষ গো!

২০শে আশ্বিন, ১৩৩২

১১৭

পেয়ে রতন হারিয়ে ফেলি
যতন করি না !
দেবে যখন আপ্‌নি ধরা
তখন ধরি না !

কাঁদনটাকে কেমন যেন
বড় করে রাখি,
আঁখির জলে তাইত আমি
ডুবে সুধু থাকি ;
কখন তুমি আস্‌বে মোর
হৃদয়-দ্বারে,
বরণ করে' ল'ব তোমায়
ফুলের হারে !
চোখের কাছে খেলছ যখন
তখন ব'রি না,
দেবে যখন আপনি ধরা
তখন ধরি না।

কেমন করে ভুলাও তুমি
বুঝে ওঠা ভার,
কতই খেলা দেখাও তুমি
অন্ত নেই তা'র ;

আমি তোমার হাতের যন্ত্র
কিছু জানি না,
জান্‌তে গিয়ে কেবল ঠকি
আর পারি না!
মাঝ-সাগরে ডুব্‌লো তরী,
তবুও মরি না!
পেয়ে রতন হারিয়ে ফেলি,
যতন করি না!

ভোর বেলাতে তোমার ভেলা
আলো স্রোতে ভেসে,
আমার কাছে আবার এসে
দিল কোল হেসে;
তীর চেনালে, প্রাণ বাঁচালে,
ওগো দেবতা!
কেন ভুলাও আবার ছলে
সে সব কথা?
হে দয়াময়, এতই দয়া,
তবুও স্মরি না!
পেয়ে রতন হারিয়ে ফেলি,
যতন করি না!

২০শে আশ্বিন ১৩৩২

১১৮

সব হ'ল যেই বড়,
মত হ'ল সেই প্রধান ;
ভক্তি গেল, যুক্তি এল,
উঠ্‌ল নানান্ বিধান।

শত মন্ত্রী, হ'লেন যন্ত্রী,
ছিন্ন হ'ল কাজের তন্ত্রী ;
ছেঁড়া সুরে, নষ্ট গানে,
আর জাগ্‌ল না ত প্রাণ

অনিয়মের বিনিয়োগে,
'ব্যর্থ করে সকল যোগে ;
শক্তিমত্ত প্রমত্ততা
ঘটায় বাধার প্রদান।

১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩

১১৯

মত নিয়ে আজ মতান্তর ;
মন ছেয়ে আজ মনান্তর।

দিবালোকে দিন হারিয়ে যাওয়া,
অন্ধকারে তায় ফিরিয়ে পাওয়া ;
ভাব নিয়ে আজ লুকোচুরী,
কথা নিয়ে তাই কথান্তর।

গাছ মাঝে বন হারিয়ে যাওয়া,
বিনা স্থরে গান মোহন গাওয়া ;
জ্ঞান ছেয়ে আজ ফন্দী, ফাঁকি,
ভাব দিয়ে তাই ভাবান্তর

পদে পদে তাই বাধা ও বিরোধ ;
কি দিয়ে তা'র করবে আজি রোধ ?
হ'বে মারামারি, কাটাকাটি,
সভ্যতার জন্মজন্মান্তর।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩৩

১২০

সব চলেছে মহোৎসবের পথে।
কেউ চলেছে পদব্রজে, কেউ চলেছে রথে।

অন্ধ যে জন ধরেছে হাত,
সমান তা'র দিবস রাত ;
নিজের কথা চেপে রেখে, চলেছে সে পরের মতে।

চোখ আছে যার, আপ্‌নি প্রধান,
শুনে না সে পরের বিধান ;
সুখে, দুখে মত্ত নিজে,
জপে নিজ মন্ত্র বীজে ;
প্রাণের গানে গায় না সে ফেলে' দিয়ে পরের গতে।

ভক্তিতে কেউ মুক্তি খুঁজে,
বসে আছে চোখ্‌টি বুঁজে ;
কর্ম্মযোগে মোক্ষ বেঁধে,
আছে কেউ বীণা সেধে ;
জ্ঞান-কবলে কৈবল্য ধরে,'
পর্ব্বত, বন কেউবা ঘোরে ;
জীবনময় ঘোরা ফেরা একই পানে, ভিন্ন মতে।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩৩

১২১

নাম দিয়ে ঐ আকাশটাকে বাঁধ্‌বে তুমি কত ?
অনন্ত সে রূপের খেলায় হাস্‌ছে মনোমত।

কোলে নিয়ে মেঘের রাশি,
হাস্‌ছে কত বিজ্‌লি হাসি ;
জল দিয়ে সে ভিজিয়ে ধরা বাঁচায় তরু শত ;
প্রাণ দিয়ে জীবন রাখে সবার অবিরত।

চন্দ্র, সূর্য্য, সকল তারা,
তা'রই বুকে ঘুরে সারা ;
চির অপরূপ তা'র রূপে সকল রূপ হত ;
তা'রই ধ্যানে, তা'রই গানে, সকল মাথা নত।

ছায়া তা'র সকল মনে,
সব দেশে সকল বনে ;
সৃষ্টিটা তা'র দৃষ্টির হয় নেহাত অনুগত ;
বিস্ময়ের মাঝে সে জানায় গোপন কথা যত।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

১২২

ভাব নিয়ে আর ভুলে থাকা চল্‌বে না গো, চল্‌বে না ;
দরশ-লোলুপ মনে প্রভু, ছল্‌বে না কি, ছল্‌বে না ?

চাইনা ত আর ভাবালুতা,
চরম অলস নিদ্রালুতা ;
পরশ নিয়েই প্রাণ মোর গল্‌বে না গো, গল্‌বে না !
ভাব নিয়ে আর ভুলে থাকা, চল্‌বে না গো, চল্‌বে না।

জাগাও জ্ঞানের ব্যাকুলতা,
দৃষ্টির ঘটুক বিপুলতা ;
প্রাণ সহ্য করে' র'বে তবু, জ্বল্‌বে না গো, জ্বল্‌বে না।
ভাব নিয়ে আর ভুলে থাকা, চল্‌বে না গো, চল্‌বে না।

'দে'খ্‌ব তোমায় পূর্ণ করে,'
রা'খ্‌ব তোমায় দৃষ্টি ভরে' ;
কোনও ব্যথায় আঁখি ছুটি ঝর্‌বে না গো, ঝর্‌বে না।
ভাব নিয়ে আর ভুলে থাকা, চল্‌বে না গো, চল্‌বে না।

১৪ই চৈত্র, ১৩৩১

১২৩

কতকাল,—আর কতকাল,
থাক্‌বে তুমি দূরে ?
আকাশ, পাতাল ভেবে মোর
কেবল আঁখি ঝুরে !

বনানীর অন্তরালে,
ছোট প্রস্রবিণীর ঐ বুকে,
দিনান্তের আকাশের
সলাজ-মৌন-ম্লান ঐ মুখে,
রক্ত-রাগ উঠে ফুটে, নব
বিচিত্র নিতিসুরে ;
গোপনেতে কথা সুধু কও,
ইঙ্গিতে, হৃদি-পুরে !

এই আছে, এই নেই,
অন্তহীন কাল পতীক্ষায়,
বসে আছি, পা'ব প্রাণে,
বল, আর কত সহা যায় ?
বিরহের ব্যথা বাজে, মোর
সকল মিঠি সুরে ;
দেখা দাও, প্রাণনাথ, এস,
ব্যথিত হৃদি-পুরে !

মহানীলে, মন্দানিলে,
যদি দিলে এনি মহানন্দ,
ফুলে ফুলে নৃত্যতালে,
গাইল যদি বা মহাছন্দ
দিশেহারা আমি কেঁদে কেঁদে
আকুল মরি ঘুরে,
ধরা দাও পূর্ণ করে, মোর
নিভৃত হৃদি-পুরে!

২৩শে ভাদ্র, ১৩৩১

১২৪

এত করে পুড়িয়ে মারো, তবুও মন হয়না খাঁটি ;
এত ঝরে চোখের জল, ধোয়না তবু ময়লা মাটি।

কঠিন তোমার দিয়ে দুহাত,
হান্‌ছো বুকে শেলের আঘাত ;
কঠোর তব আশীষ বরষ,
তবুও মন পায়না পরশ ;
ভেজালের হাট-বাজারে কেবল আমি বেগার খাটি ;
অন্ধলোভে, আসল ভেবে, কেবল বাঁধি ফাঁকির আঁটি।

মোট নিয়ে আজ নিজেই মরি,
তবু ভার কমাতে মায়া করি ;
মনের ত্রাসে সাধু হয় চোর,
আনন্দ, তাই অহঙ্কারে ঘোর ;
দুখ দিয়ে সুখের নেশা, তবুও তুমি দে' যাও কাটি ;
ঘুরে ফিরে আঁধার দিয়ে, ক্ষণিক আলো আবার আঁটি

৩২শে আষাঢ়, ১৩৩২

১২৫

রুদ্র হলেও, দয়াল তুমি,—এই কথাটি জানি ;
দীপ্ত হলেও, সদয় তুমি,—এই কথাটি মানি।

বাদ্‌লা রাতে, বজ্র নিয়ে,
কর তুমি খেলা ;
নিদাঘ দিনে, তপ্ত রোদে,
হয় ভব মেলা ;
সকল দিনে, সকল প্রাণে, পায় তোমায় প্রাণী ;
এই কথাটি কেবল জানি,—এই কথাটি মানি।

শীতের রাতে, রুক্ষ হয়ে,
কর হিম বৃষ্টি ;
আঁধার এনে, ভীতি দিয়ে,
কর ক্ষীণ দৃষ্টি ;
সুখের দিনে, দুখের রাতে, পায় তোমায় জ্ঞানী ;
এই কথাটি কেবল জানি,—এই কথাটি মানি।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

১২৬

তৃপ্তি,—সে যে তুচ্ছ, সে যে হীন, অতি দীন, দুর্ব্বল ;
অতৃপ্তি,—হ'ক সে চঞ্চল, দুর্দ্দান্ত, তবুও সবল।

তৃপ্তির তরল নীরে আছে মধু জানি,
তা'র বিন্দু বারি পানে আসে সুখ, মানি ;
অতৃপ্তির লবণ জলে আনে জানি দাহ-ফল ;
তথাপি সে অশান্তি সাথে আনে নব নব বল।

তুচ্ছ দিয়ে তৃপ্তি আনে মনে বড় শান্তি,
যত পাই, তত চাই,—হ'ক না সে ভ্রান্তি ;
যা' পেয়েছি, তাই নিয়ে, কেন হ'ব জড়, অচল ?
জীবন নয় তৈরী-করা কা'রো হাতের কল !

বিফল ? তা ত হতেই পারি ;—তবু উঠ্‌ব ;
পড়ব ? ভালই,—আবার তবু ছুট্‌ব ;
নিজ সৃষ্ট অভাবের নিজে কর্ব্ব পূর্ণ সকল ;
এম্নি করে, দিনে দিনে, বীরের জীবন সফল।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩২

১২৭

শক্তি,—সে যে অগ্নি,
সকল বাঁধন দাহন করে'
আপ্‌নি জ্বলে' উঠ্‌বে ;
জ্ঞান,—সে যে দীপ্তি
সকল আঁধার মলিন করে'
কুসুম হ'য়ে ফুট্‌বে।

অক্ষমতা, অজ্ঞানতা
সব শুখ্‌নো পাতার রাশি
জ্বলে' যা'বে ভস্ম হ'বে
শক্তি-জ্ঞান-স্পর্শানিলে আসি' ;
বাতাসে তা'র শিখাবেগে
নিজগুণে সগৌরবে
উজল হয়ে ছুট্‌বে ;
জটিল বাঁধন
সকল মলিন কলুষ যত
আপনি ভয়ে টুট্‌বে।

হবি যত, মুখে শত
আপ্‌নি সে যে সকল খা'বে ;
অর্ঘ্য শত শাস্ত পূত
বর্ষণ-রূপে ফিরিয়ে পা'বে ;
কর্ম্ম-সজীব-সুশ্যামলরূপে
বিশ্ব ভ'রে' যাবে ;
চাষীরা ধান লুট্‌বে ;
তা'র কর্ম্ম সকল
সমান ভাবে জীবন দিয়ে
অমৃত হয়ে ছুট্‌বে।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩২

১২৮

ঘনিয়ে আঁধার যখন আস্‌বে,
কেউ বা তখন কাঁদ্‌বে, কেউ বা কেবল হাস্‌বে।

সৃষ্টিটা সব অনাসৃষ্টি হ'বে এলো মেলো,
দামের যত প্রিয় বস্তু হ'বে সব খেলো ;
সখের বাঁধন সবই মরণ তখন নাশ্‌বে ;
কি নিয়ে তখন পাগল শেষের ভেলায় ভাস্‌বে ?

কে জানে ঐ মৃদু মধু বইবে কিনা বায়ু!
সকল ধুলা প্রিয় হ'বে, সাঙ্গ হ'লে আয়ু!
অসীমের আহ্বানে মোর পরাণ তখন মাত্‌বে ;
হে মোর চির-বাঞ্ছিত-প্রিয়, আমায় ভালোবাস্‌বে ?

সকল গান সাঙ্গ হ'বে, সব নীরব হ'বে পাখী ;
মৌন ব্যথাভরা পাতা-ঝরায় কাঁদ্‌বে সব শাখী !
চির সুপ্ত নীরবতায় মরণ যখন ডাক্‌বে
চিরশরণ, হে অসীম, আমার নিখিল ঢাক্‌বে ?

৬ই আশ্বিন, ১৩৩১

১২৯

প্রাণের ব্যথা বুঝে না যে, কথায় কি তায় বুঝাবে ?
গানের সুরে যে না গলে, প্রাণের কি তা'র সুধাবে ?

যে না গলে অশ্রুজলে
কি দিয়ে তায় গলাবে ?
কোন টানে যে না টলে,
কেমন করে টলাবে ?
অরসিকের প্রাণখানি, কি রসে তোমার ভিজাবে ?
প্রাণের ব্যথা বুঝে না যে, কথায় কি তায় বুঝাবে ?

রুদ্ধ করে বসে আছে
যে জন হৃদয়খানি,
কর্ণে তুলে নেবে না ক,
কোনই কোমল বাণী,
কাঁদনের ও মন্ত্রশক্তি, বৃথায় কি তায় ভুলাবে ?
প্রাণের ব্যথা বুঝে না যে, কথায় কি তায় বুঝাবে ?

২৮শে ভাদ্র, ১৩৩১

১২৮

ঘনিয়ে আঁধার যখন আস্‌বে,
কেউ বা তখন কাঁদ্‌বে, কেউ বা কেবল হাস্‌বে।

সৃষ্টিটা সব অনাসৃষ্টি হ'বে এলো মেলো,
দামের যত প্রিয় বস্তু হ'বে সব খেলো ;
সখের বাঁধন সবই মরণ তখন নাশ্‌বে ;
কি নিয়ে তখন পাগল শেষের ভেলায় ভাস্‌বে ?

কে জানে ঐ মৃদু মধু বইবে কিনা বায়ু!
সকল ধুলা প্রিয় হ'বে, সাঙ্গ হ'লে আয়ু!
অসীমের আহ্বানে মোর পরাণ তখন মাত্‌বে ;
হে মোর চির-বাঞ্ছিত-প্রিয়, আমায় ভালোবাস্‌বে ?

সকল গান সাঙ্গ হ'বে, সব নীরব হ'বে পাখী ;
মৌন ব্যথাভরা পাতা-ঝরায় কাঁদ্‌বে সব শাখী !
চির সুপ্ত নীরবতায় মরণ যখন ডাক্‌বে
চিরশরণ, হে অসীম, আমার নিখিল ঢাক্‌বে ?

৬ই আশ্বিন, ১৩৩১

১২৯

প্রাণের ব্যথা বুঝে না যে, কথায় কি তায় বুঝাবে ?
গানের স্থরে যে না গলে, প্রাণের কি তা'র স্থধাবে ?

যে না গলে অশ্রুজলে
কি দিয়ে তায় গলাবে ?
কোন টানে যে না টলে,
কেমন করে টলাবে ?
অরসিকের প্রাণখানি, কি রসে তোমার ভিজাবে ?
প্রাণের ব্যথা বুঝে না যে, কথায় কি তায় বুঝাবে ?

রুদ্ধ করে বসে আছে
যে জন হৃদয়খানি,
কর্ণে তুলে নেবে না ক,
কোনই কোমল বাণী,
কাঁদনের ও মন্ত্রশক্তি, বৃথায় কি তায় ভুলাবে ?
প্রাণের ব্যথা বুঝে না যে, কথায় কি তায় বুঝাবে ?

২৮শে ভাদ্র, ১৩৩১

১৩০

প্রাণ খুলে যে গাইতে পারে,
সকল দুখের পারে সে জন।
আনন্দের সুবিমল ধারে
ধৌত যে তার মলিন বেদন!

ফেলে' ক্লান্তকরা গুরুভার,
দেখে সাম্নে তার মুক্ত দ্বার ;
মন্দিরেতে হাসি মুখে,
শিশু সম আসে সুখে,
দেখে ইষ্ট তার দেবতারে,
অন্তরে পায় মোহন চেতন!

মূক হওয়ার মৌন ব্যথা,
কি অকরুণ সে জানে না তা!
অকাতরে আপনাকে,
দেয় যেচে সকলাকে ;
করে প্রতি তানে, প্রতিবারে,
সুরের সুধার ধারা সেচন!

৪ঠা মাঘ, ১৩৩১